ড. রাগিব সারজানি

বয়কট

অনুবাদ

ইফতিখার আহমাদ ইমন

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি
কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক, আরববিশ্ব যাকে চেনে বিশিষ্ট ইতিহাসগবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও দাঈ হিসেবে।

অধ্যাপক ড. রাগিব সারজানি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতক করেন। ১৯৯১ সালে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সালে ইউরোলজি ও কিডনি সার্জারির ওপর ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইসলামি ইতিহাস ও গবেষণানির্ভর বিভিন্ন বিষয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক পদচারণার মূল অঙ্গন। ইসলামি ইতিহাসকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক।

অনবদ্য লেখনীগুণে তিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনের সাথে।

লেখক-আলোচক ড. রাগিব সারজানির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তিনি কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না বরং ইতিহাসের ধারাবিবরণী থেকে তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা ও নির্দেশনা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র। তার চিন্তা, গবেষণা, লেখালেখি, দাওয়াতি কার্যক্রম, লেকচার-বক্তৃতা ইত্যাদি কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য—

> মুসলিমজাতির জাগরণের কার্যকারণসমূহ নির্ণয় ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সেগুলোর সদ্ব্যবহার। উম্মাহর সদস্যদের হৃদয়জগতে দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ও প্রত্যাশা তৈরি করা। তাদেরকে চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও কর্মে অগ্রবর্তী হতে পথনির্দেশ করা। ইসলামি ইতিহাসের সঠিক ও প্রকৃত রূপ উন্মোচন করা। সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অবদান সুস্পষ্ট করা।

অপর ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য

ড. রাগিব সারজানির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক, যার বেশ কয়েকটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশীয়, রুশ ও তুর্কি ভাষায়। বাংলাভাষীদের জন্য ড. রাগিব সারজানির বইগুলো অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয় মাকতাবাতুল হাসান। এর ধারাবাহিকতায় একে একে প্রকাশ হয়েছে ২৩টি বই। বাকি বইগুলো প্রকাশের পথে।

- আন্দালুসের ইতিহাস (২ খণ্ড)
- ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস (২ খণ্ড)
- তাতারীদের ইতিহাস
- তিউনিসিয়ার ইতিহাস
- উসওয়াতুল লিল আলামিন
- রুহামাউ বাইনাহুম
- ফজর আর করব না কাজা
- মানবীয় দুর্বলতায় নবিজির মহানুভবতা
- ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ
- শিয়া : কিছু অজানা কথা
- শোনো হে যুবক
- আমরা সেই জাতি
- এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান
- কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা
- কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে
- তুর্কিস্তানের কান্না
- বয়কট
- পড়তে ভালোবাসি
- কে কিনবেন জান্নাত
- হজ-যে শিক্ষা সবার জন্য
- আমরা আবরাহার যুগে নই
- কে হবে রাসুলের সহযোগী
- ইসলামি ইতিহাস-সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ৫ খণ্ড (ভূমিকা)
- ফিতনার ইতিহাস (প্রকাশিতব্য)
- ছিলেন তিনি দয়াময় সা. (প্রকাশিতব্য)
- প্রাচ্যবিদদের চোখে ইসলাম (প্রকাশিতব্য)

ড. রাগিব সারজানি

বয়কট

অনুবাদ

ইফতিখার আহমাদ ইমন

সম্পাদনা

সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

অর্পণ

বন্ধু জামীল হাসান করকমলে। যার কিছুকালের বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত সৎ পরামর্শ এবং অসম্ভব যত্নের পুঁজি নিয়ে এখন-ও আমি পথ চলি।

—অনুবাদক

সূচি পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

অনুবাদকের মুখবন্ধ

দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ ভয়ংকর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্বকলহ যেন পিছুই ছাড়ছে না মুসলিম দেশগুলোর। পশ্চিমারা সর্বশক্তি ব্যয় করে ইতিহাসের নৃশংস ও বর্বর সব হামলা চালিয়ে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে সাহাবায়ে কেরাম আর উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাতে-গড়া সাজানো শহরগুলো। রক্ষা পাচ্ছে না মসজিদগুলোও। দেখা গেছে, খুনি আসাদ ও পুতিনের বোমার আঘাতে শাম বিজয়কারী খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এ যেন ধারালো ছুরি দ্বারা আমাদের হৃদয়কে শত আঘাতে রক্তাক্ত করার নামান্তর।

অসভ্য কাঁটাতার বৃহৎ উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে রেখেছে। আমরা চাইলেই এখন নির্যাতিতদের সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের হৃদয়ে তো উম্মাহর জন্য নিখাদ, নিবিড় ভালোবাসা আছে; তবে বাহ্যিকভাবে আমরা যে একরকম বয়কটের শিকার! চলমান পৃথিবীতে নিপীড়িত উম্মাহর পাশে দাঁড়াতে চাইলে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে আমাকে দমিয়ে দিয়ে বলা হবে—'তুমি তো বাঙালি, তোমার এত কীসের প্রেম'। আসলেই আমরা এক অসভ্য ও বর্বর পৃথিবীতে বাস করছি।

হাদিসের শিক্ষা হলো, জালেম-মজলুম উভয়কেই সাহায্য করা। এই অপারগ অবস্থায় আমরা হাদিসের এই শিক্ষাকে কীভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, তা এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে বলব, প্রথমে আমাদের কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এটা কেবল অপারগ অবস্থার বিধান নয়; বরং সর্বাবস্থায় একজন মুসলিমের এই বিধান মেনে চলতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আল্লাহর ইরশাদ হলো—

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না'। সুরা মুমতাহিনা: ১

এটা আমাদের আকিদার অংশ। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভুললে চলবে না। এই চরম অপারগ অবস্থাতেও কার্যকরী একটি পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি, যা শত্রুদের জন্য যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়ে কম কিছু না। তা হলো, অর্থনৈতিক বয়কট। হ্যাঁ, আমি সত্য বলছি। শত্রুরা একে বাঘের মতোই ভয় পেয়ে থাকে। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার লেখক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানির ভাষায়—

"সামর্থ্য, উপায়ের অভাবে এবং বিশ্বের নিকট আমাদের গুরুত্বহীনতার কারণে যদি আমরা আমাদের ভাইদের ওপর আরোপিত অবরোধ ভাঙতে সক্ষম না হই, যদি আমাদের এতটুকু শক্তি না-ই থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের অস্ত্র দিয়ে তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি আমরা! অবশ্য তা-ও সম্পাদন করতে হবে শরয়ি সীমারেখার গণ্ডিতে অবস্থান করে। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে বয়কট-যুদ্ধের চেয়ে সহজ আর কিছু নেই। বয়কট করতে হবে ইহুদি এবং তাদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষক—তথা ইসরাইল, আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ তাদের নীতিতে চলা প্রতিটি পক্ষের পণ্যসামগ্রী।

পাশাপাশি, এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আদর্শ মুসলিমের পরিচয় কার্যকর রাখতে হবে। অবশ্যই আমরা শরয়ি নীতির বাইরে গিয়ে পশ্চিমা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদলে নোংরা কোনো পন্থা অবলম্বন করব না।।"

কীভাবে আমরা অর্থনৈতিক বয়কট প্রয়োগ করব, আসলেই এটি কাজের কিছু কি না, আমরা পারব তো, আমাদের শরিয়ত কী বলে এ ক্ষেত্রে—এসব নানান প্রশ্নের উত্তর পাবো এই পুস্তিকাটিতে। অতএব, এর গভীর অধ্যয়নে আপনাদের স্বাগতম।

পুস্তিকাটির লেখক ড. রাগিব সারজানি। তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। অনূদিত রচনাটির আরবি নাম 'أخي الطبيب قاطع' (আমার ডাক্তার ভাই, বয়কট করুন)।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ মিশরের মেডিসিন বিভাগ তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত। তাই লেখকের মূল ফোকাস ছিল এদিকটায়, সে হিসেবে এই নাম। তবে ভেতরের আলোচনাগুলো সর্বপ্রকার জনগণ এবং সর্বপ্রকার পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক।

অন্তর থেকে শুকরিয়া রইল মাকতাবাতুল হাসান পরিবারের জন্য। তারা এমন একটি যুগোপযোগী রচনা বাজারজাত করতে এগিয়ে এসেছেন। শুকরিয়া জানাই সম্পাদক সাহেবকে। তিনি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দিন-রাত সময় দিয়েছেন। শুকরিয়া সাদিক ফারহান ভাইয়ের প্রতি, যার অশেষ প্রীতি না থাকলে পুস্তিকাটি নিশ্চয় আমার মাধ্যমে অনূদিত হয়ে আসত না। সংশ্লিষ্ট সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা।

যা কিছু কল্যাণকর, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ত্রুটি, সব আমার এবং শয়তানের দায়ে। মানুষের বড় একটি দুর্বলতা হলো, সে ভুল করবেই। তাই কোনোরূপ অসংগতি, ভুল পরিলক্ষিত হলে তা অবগত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ রইল পাঠক মহলের কাছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েতের উপর অবিচল রাখুন, আমিন!

—ইফতিখার আহমাদ ইমন
২/৭/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

লেখকের কথা

হে আল্লাহ, আমাদের যে ইলম দান করেছেন, তার মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন; যে ইলম আমাদের উপকারে আসে, তা শিক্ষা দিন; আমাদের ইলম বাড়িয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট গোচরে-অগোচরে আপনার প্রতি তাকওয়া অবলম্বনের তওফিক কামনা করি, নিজেদের ক্রোধ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায় ও সত্য বলার তাওফিক চাই, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায় মিতব্যয়ী হতে পারার প্রার্থনা জানাই, অফুরন্ত নেয়ামত ও নয়নজুড়ানো অফুরান ভান্ডার পাওয়ার কামনা করি।

হে আল্লাহ, আমাদের ইমান দ্বারা সজ্জিত করুন, হেদায়েতের পথে আহ্বানকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবে কবুল করুন।

হে আল্লাহ, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করুন আমাদের সর্দার প্রিয় নবিজি এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের ওপর।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

পরকথা,

প্রিয় ডাক্তার ভাই আমার,

ফিলিস্তিন, ইরাকসহ মুসলিমবিশ্বের বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত বিভিন্ন স্থানে আজ চরম সংকটপূর্ণ অবস্থা চলছে। একে সামনে রেখে দ্বীন ও উম্মাহর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অনেক সন্তানের আলোচনায় উঠে আসে, আমাদের এখন কী করণীয়? এসমস্ত দেশের ভাইদের সাহায্য করার কি কোনো ইতিবাচক, কার্যকর পন্থা আছে? এরই পরিপেক্ষিতে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বিশেষত ইহুদি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের পণ্য বয়কটের চিন্তাকে একটি

প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে এর উপকারিতা নিয়েও পক্ষ-বিপক্ষের নানা আলোচনা শোনা যায়।

প্রিয় ডাক্তার ভাই, সমাজে আপনার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান আছে, আপনি ইচ্ছা করলে অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন। আর সে জন্যই আপনার জন্য রচিত আমার এই ছোট্ট পুস্তিকা। এখানে আমি বয়কট নামক অস্ত্রের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট, এটি প্রয়োগের নিশ্চিত ফলাফল এবং একে ঘিরে সৃষ্ট সন্দেহসমূহের জবাব তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আল্লাহর কাছে কামনা, তিনি যেন এই কাজকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং একে লেখক ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করেন।

— ড. রাগিব সারজানি

বয়কটের প্রেক্ষাপট

অবরোধ বা বয়কটের এ কৌশল প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলিমদের চাপে ফেলে নতিস্বীকারে বাধ্য করতে মুশরিকরা বহুবার এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

গত ১৪০০ বছর ধরেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বয়কটনীতি প্রয়োগ হচ্ছে। এর শুরু হয়েছিল মক্কার মুশরিক কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনি হাশেমের মুমিন-কাফের নির্বিশেষে 'শিয়াবে আবু তালেব'-এ অবরোধের মাধ্যমে, যা চলেছিল দীর্ঘ তিন বছর। এরপর থেকে সময়ে-সময়ে এর ব্যবহার চলছেই। তবে দিন-দিন এতে বৃদ্ধি পেয়েছে জুলুম, নির্দয়তা এবং ধ্বংসের মাত্রা।

আমরা ইরাক, লিবিয়া, সুদান, ইরান, বসনিয়া, কোসোভা, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় ভূমি ফিলিস্তিনে কঠোর রূপে এই বয়কটনীতি প্রয়োগ হতে দেখেছি। আমরা দেখেছি, কীভাবে তাদের এই নীতি একটি মেকি সভ্যতার নিকৃষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে; যে সভ্যতা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যার রূপে চিত্রায়ন করে চলেছে।

ইরাকের চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দীর্ঘ আট বছর অবরোধের পর ১৯৯৮ সালের জরিপ অনুযায়ী অবরোধ এবং বোমাবর্ষণের ফলে ইরাকের প্রায় পনেরো লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলে, যার বেশির ভাগই ছিল শিশু।

কিন্তু এই জুলুমের প্রতিবাদে আমরা কী করেছি?

বলেছি—হারাম! আমাদের সঙ্গে যা করছ, তা হারাম! ইসলামে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গেও এমন আচরণ হারাম! একটি বিড়ালকে আটকে রাখাও হারাম! একটি কুকুরকে পানি পান থেকে বঞ্চিত রাখাও হারাম! অনর্থক একটি গাছ কেটে ফেলা বা একটি খেজুর গাছ উপড়ে ফেলাও হারাম!!

তবে জনাব, এ যে কেবল আমাদের শরিয়তে হারাম; কিন্তু তাদের নীতি-আদর্শে যে, তা উত্তমতর কাজ!! আর সে-জন্যই তো:

—বিমান হামলার মাধ্যমে গুচ্ছ-গুচ্ছ বোমা ফেলেও আমেরিকা-ইংল্যান্ডের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই।

—ইরাকের লাখ-লাখ শিশুর অপুষ্টিজনিত কষ্টেও তাদের চোখে দুঃখের কোনো রেখা নেই।

—বই-খাতার সংকটে, অভাব-অনটনের কারণে ইরাকি শিশুদের চারভাগের এক ভাগ স্কুলে না যেতে পারার কারণেও তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই।

—দুধ ও টিকার অভাবে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার শিশুর মৃত্যুতেও তাদের কোনোরূপ অনুতাপ নেই।

—ইরাকের আকাশে-বাতাসে ইউরিনিয়াম মিশে যাওয়ার ফলে পৃথিবী টিকে থাকলে বিলিয়ন বছর যাবৎ যে মারাত্মক টিউমারের সৃষ্টি হবে, গর্ভস্থ সন্তানকে বিকলাঙ্গ হতে হবে, এতেও তাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

হ্যাঁ, কোনো কিছুতেই এ দু-দেশের কোনো প্রকার লজ্জা নেই! আর প্রসিদ্ধ উক্তি তো জানাই আছে—যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে যাচ্ছেতাই করে যাও!!

অতএব, আমাদের এখন কী করা উচিত?! প্রায় ১৩০ কোটি সদস্যবিশিষ্ট এ মুসলিম জাতির এখন করণীয় কী হতে পারে?!

প্রিয় ভাই, আপনার কি এটি ঠিক মনে হয় যে ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, কসোভা, আফগানিস্তান, সুদান এবং লিবিয়ায় যা ঘটছে, কোনো পদক্ষেপ ব্যতীত তা এভাবেই চলতে দেওয়া যায়?! আমরা কি এর বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করতে পারি না?!

এটা কি উচিত যে আমরা নিজেদের চোখে এতকিছু দেখার পর, নিজেদের কানে এতকিছু শোনার পর তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে তথৈবচ বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিরিখে?! এত কিছুর পরও কি আমরা তাদের সাথে কিছু না হওয়ার ভান করেই আচরণ করে যাব?!

এটা কি সংগত যে আমাদের রক্ত ব্যতীত যাদের পিপাসা মেটে না, সেই তাদেরই সঙ্গে আমরা পূর্ববৎ ক্রয়বিক্রয় চালিয়ে যাব!

মনে বিন্দু পরিমাণ দাগ কাটা ছাড়াই আমরা আগের মতো তাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিনোদনদ্রব্য নিয়ে মেতে থাকব, তা কি কোনো ন্যায়ানুগ বিষয় হতে পারে, বলুন?!

কোথায় আজ নিজেদের ভাইয়ের প্রতি দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরগুলো...? কোথায় আজ সকলের পর্যবেক্ষক ও আমলের হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত হৃদয়গুলো...??

সামর্থ্য, উপায়ের অভাবে এবং বিশ্বের নিকট আমাদের গুরুত্বহীনতার কারণে যদি আমরা আমাদের ভাইদের ওপর আরোপিত অবরোধ ভাঙতে সক্ষম না হই, যদি আমাদের এতটুকু শক্তি না-ই থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের অস্ত্র দিয়ে তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি আমরা! অবশ্য তা-ও সম্পাদন করতে হবে শরয়ি সীমারেখার গণ্ডিতে অবস্থান করে। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে বয়কট-যুদ্ধের চেয়ে সহজ আর কিছু নেই। বয়কট করতে হবে ইহুদি এবং তাদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষক—তথা ইসরাইল, আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ তাদের নীতিতে চলা প্রতিটি পক্ষের পণ্যসামগ্রী।

পাশাপাশি, এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আদর্শ মুসলিমের পরিচয় কার্যকর রাখতে হবে। অবশ্যই আমরা শরয়ি নীতির বাইরে গিয়ে পশ্চিমা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদলে নোংরা কোনো পন্থা অবলম্বন করব না।

* * *

বয়কটের শরয়ি নীতিমালা

শরয়ি নীতি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিক হত্যা করা যায় না। সে-মতে মুসলিম সেনারা এ-জাতীয় হত্যাকাণ্ড বা তাদের কোনো রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন থেকে দূরে থাকে। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমাদের বয়কট আবু জাহেল, সিনিয়র বুশ, বিল ক্লিনটন বা জুনিয়র বুশের মতো হবে না। আমরা কেবল তুলনামূলক বৃহৎ স্বার্থ উদ্ধার এবং বৃহৎ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ কাজ সম্পাদন করব।

আমরা অবৈধভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য বয়কট সৃষ্টি করব না। কারও সম্পদ আটকাব না, কারও ধনভান্ডার দখলে প্রবৃত্ত হব না। কোনোরূপ ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্যে এতে লিপ্ত হব না। আমরা মুসলিম জাতি নাগরিকসম্পদ ধ্বংস করার বিপক্ষে—চাই তা আমাদের দেশে হোক বা পরদেশে; চাই তা আমাদের শত্রুদেশে হোক বা মিত্রদেশে। হ্যাঁ, এমনই আমাদের নীতি। আল্লাহর আদেশ যেমন মসজিদ রক্ষা করার, মন্দির-চার্চ রক্ষা করার আদেশও তাঁর; মুসলিমদের সম্পদ রক্ষার আদেশ যেমন তাঁর, অমুসলিমদের সম্পদ রক্ষার আদেশও সেই মহান সত্তার।

আমি বয়কটের শরয়ি পন্থা বলতে বুঝাচ্ছি, আমার সামনে যদি মুসলিম অথবা স্বদেশীয় একটি পণ্য থাকে আর অন্যটি আমাদের শত্রুদেশীয় পণ্য হয়, তাহলে আমি প্রথম প্রকার পণ্যটি গ্রহণ করব। এর মাধ্যমে আমি আমার দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করব আর শত্রুদেশীয় অর্থনীতি ভঙ্গুর করার নিয়ত রাখব। হ্যাঁ, চুক্তিবদ্ধ বা আক্রোশ ভাবাপন্ন নয়, তেমন দেশের পণ্য ক্রয় যদিও বৈধ, কিন্তু আমাদের জন্য নিজেদের ঘরোয়া অর্থনীতির প্রতিই খেয়াল রাখা উচিত।

বয়কটের ক্ষেত্রে শরয়ি গণ্ডিতে অবস্থানের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, আমি শুধু তাদের পণ্য ক্রয় বন্ধ করে দেবো। এর বাইরে গিয়ে আমি না তাদের পণ্য নষ্ট করব আর না তা বাজেয়াপ্ত করব।

এ ক্ষেত্রে আমরা হিজরত-পরবর্তী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত নীতি থেকে শিক্ষা নিতে পারি। বস্তুত তিনি জানতেন, মুসলিমরা এবং মদিনা শহর একদিন-না-একদিন কুরাইশ ও তার মিত্রদের মাধ্যমে অবরুদ্ধ হবে। আর ইহুদিরাও তখন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী মুসলমনাদের সঙ্গে গাদ্দারি করবে। অতএব, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদক্ষেপ কী ছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন!

তিনি আগত সংকটের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুললেন। পানিব্যবস্থার নিরাপত্তার লক্ষ্যে মুসলিমদের জন্য রুমা নামক কূপ কিনে নিলেন এবং ভিনজাতির বাজার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠা করলেন। এর মাধ্যমে মূলত বনু কাইনুকা গোত্রীয় ইহুদি-বাজারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও, নিজেদের আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে মদিনার ব্যবসায়ী, কৃষক ও কারিগরদের তিনি সাহস জুগিয়েছিলেন।

এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, "এর মাধ্যমে তো ইহুদি ব্যবসায়ীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল।"

এ কারণে নেই, ব্যবসা হলো পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব ও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তা মঞ্জুরের নাম। আর ক্রেতা সেই পণ্য কোথা থেকে কিনবে, সে ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুমা কূপ বা বনু কাইনুকার বাজার, কোনোটিই বাজেয়াপ্ত করেননি। অতএব, ইহুদিদের প্রতি অবিচারের অভিযোগ এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কূপ কিনেছেন তিনি উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে আর নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা কেবল চালু করেছেন। এখন মানুষ কোন জায়গা থেকে পণ্য ক্রয় করবে, সে ব্যাপারে তারা স্বাধীন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, সাহাবারা ইহুদি-বাজারের পরিবর্তে মুসলিম-বাজারের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, যে কারণে তাঁরা সেই বাজারেই লেনদেন করতে শুরু করেন।

অন্যদিকে, মুসলিমদের বাজার থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে ইহুদিদের বাধ্য করা হয়নি। তাদের জন্য যেখান থেকে খুশি সামগ্রী কেনার অবাধ সুযোগ ছিল। বরং তারাও শুধু নিজেদের মধ্যেই লেনদেন করত। আর এটা বৈশ্বিকভাবেই নৈতিক, যা আমাদের শরিয়তেও ভিন্ন ধাঁচের নয়।

মুসলিমদের প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্য যদি তাদের বাজারে না পাওয়া যেত, তাহলে কোনোরূপ অন্যায়ের আশ্রয় না নিয়ে ন্যায্যমূল্যেই তারা সেটা ইহুদিদের থেকে কিনতেন।

তাহলে আমরা বলতে পারি, ইহুদি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পণ্য বয়কট করা শরিয়তসম্মত; বরং তা প্রশংসনীয় ও কাম্য, এমনকি একে যদি আবশ্যক বলি, তাহলেও অত্যুক্তি হবে না। তবে তাদের প্রতি শত্রুতা যেন আমাদের শরয়ি নীতিমালা এবং তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে না দেয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় তিনি তোমাদের আমলের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞাত।" সুরা মায়েদা : ৮

পরিশেষে, বয়কট সংক্রান্ত এই প্রেক্ষাপট জানা সকলের জন্য জরুরি। এবার আমরা বয়কটের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করব।

* * *

বয়কটের উপকারিতা

প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে আপনাদের মনে চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়েছে। কারণ, পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো খুবই বিস্তৃত, বড্ড প্রভাবশালী। দেখা যাবে, এগুলোর সম্পদের পরিমাণ কয়েকটি দেশের সম্পদের বরাবর হয়ে গেছে! তো, নিজেদের সুবিধা সংকুচিত করে দীর্ঘমেয়াদি শক্তপোক্ত বয়কটের মাধ্যমে এসমস্ত কোম্পানিকে কি আদৌ প্রভাবিত করা সম্ভব? আমাদের এই কষ্টপূর্ণ সাধনায় কি আসলে কোনো উপকার হবে, নাকি পুরো চেষ্টাটাই বৃথা ও অনর্থক বলে বিবেচিত হবে...?

সে প্রশ্নের উত্তর দিতেই আজ আপনাদের সামনে এই আলোচনা উপস্থিত করতে যাচ্ছি। প্রথমত এখানে থাকবে বয়কটের ***দশটি উপকারিতা*** নিয়ে আলোচনা; আরও থাকবে, একে ঘিরে সৃষ্ট ***পাঁচটি সন্দেহের জবাব***, তা সম্পাদনের ***পাঁচটি পদ্ধতি***। এরই সাথে আপনাদের জন্য থাকবে ***দশটি উপদেশ***। মোটকথা, সর্বসাকুল্যে আমরা এখানে ***ত্রিশটি*** বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহর ভরসায় আশা করি, এরপর আর আপনাদের মধ্যে কোনো ধরনের দ্বিধা কিংবা সন্দেহের ছিটেফোঁটাও থাকবে না।

* * *

বয়কটের দশটি উপকারিতা

প্রথম উপকারিতা : অর্থনৈতিক ক্ষতি[১]

এর মাধ্যমে নিশ্চিত এই কোম্পানিগুলো অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হবে। আমরা যদিও একে অতি সামান্য মনে করছি, কিন্তু আসলে ব্যাপারটি তেমন নয়। চলুন, আমরা একটি হিসাব কষে ফেলি—

ইসলামি দেশগুলো বিশাল এক ভোক্তাবাজার। মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১৩০ কোটি। ৬০টি দেশজুড়ে এই তাদের বসবাস। ধরে নিলাম, প্রতিটি দেশে মাত্র পাঁচ লক্ষ পুরুষ বয়কটের চিন্তায় সহমত হলো। তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, ৬০টি দেশের প্রায় ৩ কোটি পুরুষ বয়কটের পক্ষে। আর পুরুষের অধীনস্থ একটি মধ্যম ধরনের পরিবার হয় সাধারণত পাঁচ সদস্যের (স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের তিনটি সন্তান)। তাহলে পাঁচজন করে ধরলে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ হয়। মানে, এই বিশাল সংখ্যক ক্রেতা ইহুদি, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের পণ্য বয়কট করল। এবার বলুন, এ কি সুনিশ্চিত ক্ষতি নয়?! এ তো গেল ছোট একটি পরিবারের হিসাব। এখানে যদি সেই ব্যক্তির মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা যোগ করি, তাহলে...? তখন এই সংখ্যাটি বেড়ে দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ, প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই বয়কট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। মানে, গোটা মুসলিম উম্মাহর ২৩% মানুষ মাত্র!

সংখ্যাটি অত্যন্ত বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু তা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। তবে প্রাথমিকভাবে সেই বিশাল সংখ্যার বদলে প্রয়োজন প্রত্যেকটি দেশে পাঁচ লাখ লোক তৈরি হওয়া। বরং এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথমে কমপক্ষে পাঁচ হাজার বয়কট সমর্থক পাওয়া। এদের প্রত্যেকে আবার একশজনকে বয়কটের আহ্বান জানাবে। একশজনের কথা শুনে বিস্মিত হবেন না যেন। কারণ, আমাদের মাঝে কেউ-কেউ প্রতিদিনই একশজন

---

১. মূল আলোচনায় শুধু ক্রমিক নম্বর ছিল। পাঠকের সুবিধার্থে আমাদের পক্ষ থেকে শিরোনাম সংযুক্ত করা হলো। (সম্পাদক)

থেকে বেশি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। প্রয়োজনে এই একশজন লোক জোগাড়ে আপনি সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছর পর্যন্ত সময় নিন! আপনি বয়কটকেন্দ্রিক এ উদ্দেশ্য সাধনে,

—একটি প্রবন্ধ তৈরি করতে পারেন।

—মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ যেকোনো স্থানে সুযোগমতো আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

—একটি অডিও-ভিডিও তৈরি বা একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ লিখে প্রচার করতে পারেন।

—ঘরোয়া আলোচনায় পরিবারের সদস্যদের সামনে এ নিয়ে কথা বলতে পারেন।

এভাবে চলতে থাকলে একজন থেকে দুজন; দুজন থেকে চারজন; চারজন থেকে একশজন; একশজন থেকে পাঁচ লক্ষ লোক হওয়া কোনো ব্যাপারই না। মনে রাখবেন, মেঘের বর্ষণ কিন্তু প্রথম ফোঁটা দ্বারাই শুরু হয়।

সর্বকথার প্রথম কথা হলো, আজ এখনই শুরু করুন, অগ্রণী ভূমিকাটি আপনিই পালন করুন; এগিয়ে যান আরেকজনকে আহ্বান জানাতে, অন্যের ধ্বনির আশায় নিজে বসে থাকবেন না। লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾

> "তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা পরবর্তীকালের ব্যয়কারী এবং যোদ্ধাদের চেয়ে মর্যাদাবান। তবে আল্লাহ উভয় শ্রেণির জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"
>
> সুরা হাদিদ : ১০

অতএব, আমরা যখন হাতে হাত মিলিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করব, তখন অবশ্যই এসমস্ত কোম্পানির আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। আর তাদের লভ্যাংশ হ্রাস পাওয়া মানে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা-ইংল্যান্ডের প্রাপ্ত

করের পরিমাণে ভাটা আসবে। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর তাদের ক্ষতি মানেই ইসরাইলের ক্ষতি। কেননা সর্ববিদিত বিষয়, আমেরিকান সম্পদের বিশাল এক অংশ সরাসরি ইসরাইলের সহায়তায় পৌঁছে। উল্লেখ্য, আমেরিকার সবচেয়ে মদদপুষ্ট দেশ হচ্ছে ইসরাইল।

এরপরও জানি, কারও-কারও মনে এখনো এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। তাদের ধারণামতে, আমরা তো শক্তিহীন এক জাতি। বস্তুত, এটি মুসলিমদের মধ্যে জেঁকে বসা পরাজিত মানসিকতার প্রভাব। হায় আল্লাহ, পৃথিবীর বুকে মুসলিমরাই মনে হয় এমন জাতি, যারা নিজেদের শক্তির মাত্রাই বুঝতে পারেনি। তবে আমরা তা বুঝতে না পারলেও আমাদের শত্রুপক্ষ ঠিকই বুঝতে পেরেছে, আমরা নিজেদের শক্তির মূল্যায়ন করতে না পারলেও তারা ঠিকই মূল্যায়ন করেছে...

দুয়েকটি উদাহরণ

আমেরিকান প্রসিদ্ধ এক ক্রীড়াসামগ্রী কোম্পানি[২] একবার তাদের স্পোর্টস জুতোয় 'আল্লাহ' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছিল। এতে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা শুধু বয়কটের ইঙ্গিত দিয়েছিল। অথচ আমেরিকান মুসলিমদের সংখ্যা গোটা জাতির ক্ষুদ্রাংশ মাত্র ৮০ লাখ হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী সেই কোম্পানির প্রতিক্রিয়া কী ছিল লক্ষ করুন—

- আমেরিকান একাধিক পত্রিকায় স্পষ্টভাবে ক্ষমা প্রার্থনা।
- উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতি মেনে নিয়েও বাজার থেকে পণ্য উঠিয়ে নেওয়া।
- ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশাল পরিমাণ অনুদানের প্রস্তাব করা।

দেখুন, অতি অল্প সংখ্যক মুসলিম শুধু বয়কটের কথা উচ্চারণ করার ফলেই প্রভাবশালী একটি কোম্পানি কী পরিমাণ তটস্থ হয়ে উঠল!

---

২. Nike. (সম্পাদক)

আরেকটি উদাহরণ—

ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা (প্রতিরোধ আন্দোলন)-এর প্রথম দিকে মিসরে যখন বয়কটের চিন্তা প্রকট হতে শুরু করে, তখন এসমস্ত প্রভাবশালী কোম্পানির প্রতিক্রিয়া আমরা ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেছি। পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, ইন্টারনেটের প্রচার ও দোকানের সাইনবোর্ডে-সাইনবোর্ডে এই ঘোষণা ছিল, "এই কোম্পানিগুলো সম্পূর্ণভাবে মিশরীয়দের হাতে পরিচালিত।" তাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল, তারা যেন এখানে এসেছে জনগণের প্রতি মায়ের দরদ নিয়ে!

—জোরদারভাবে ঘোষিত হলো, কোম্পানিগুলো ইসরাইলকে কোনোভাবে সহযোগিতা করে না।

—পণ্যমূল্যে রেকর্ড পরিমাণ ছাড়।

—ক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন ফ্রি-অফার।

—হাসপাতাল এবং অসহায়-দুস্থদের জন্য সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ।

আমাদের ভেবে দেখা উচিত, হঠাৎ কেন তাদের হৃদয়ে জেগে উঠল এই মহানুভবতা, কোথায় গেল তাদের লোভলালসা ও কৃপণতা, কী করে হঠাৎ চলে এলো তাদের মধ্যে এই নিঃস্বার্থ উদারতা?!

ভেবে বলুন, এর কারণ কি এই নগণ্য সংখ্যক দরিদ্র মুসলিমের বয়কটের সিদ্ধান্ত নয়?! কতকের ধারণা বাস্তব ধরে নিয়ে কোম্পানিগুলো যদি এতটাই প্রভাবশালী, ধরাছোঁয়ার বাইরের হয়, তাহলে ক্ষুদ্র গ্রাহকসংখ্যার একটি দেশের বয়কটকে তারা কেন এত ভয় করল!!

প্রিয় ভাই, পশ্চিমা শক্তিকে এত বড় করে দেখার কী আছে?! আমরা নাইন ইলেভেনের বিমান হামলার পর দেখেছি, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে কীভাবে ধস নামছিল। অথচ কেউ এ কথা চিন্তাও করেনি, বড় থেকে বড় বিপর্যয়েও এগুলোতে এমন বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে! নিচে আমরা তখনকার কিছু অবস্থা তুলে ধরছি,

—আমেরিকান এয়ারলাইন্স তাদের এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি কর্মীকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়।

—বিশ্বের নামকরা বিমান প্রস্তুতকারক দ্য বোয়িং কোম্পানির ৩০ হাজার কর্মী চাকরি হারায়।

—বিমানের ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি রোলস-রয়েসের প্রোডাক্ট তৈরি অর্ধেকে নেমে আসে। হাজার হাজার কর্মীর চাকরি হারাতে হয়।

—সুইজারল্যান্ডের এস.এ.এস এয়ারলাইন্স এবং বেলজিয়ামের সাবেনিয়া এয়ারলাইন্স পুরোই দেওলিয়া হয়ে যায়।

—জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানিগুলো নিজেদের গুটিয়ে নেয়।
—এ ছাড়া, ট্রাভেলস কোম্পানি, হোটেলবাণিজ্য এবং শপিংমলগুলোও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভেবে বলুন, এক-দুই মাসের বয়কটের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর এ পরিমাণ ধস নামানো সম্ভব হবে বলে আমরা কল্পনা করেছিলাম?!

বয়কটের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাঝে পশ্চিমা বিশাল সুপারমার্কেট কীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, তা মিশরবাসী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অবশ্য এর পূর্বে তারা ক্রেতাদের জন্য অনেক অফার দিয়েছিল, পণ্যে মূল্যছাড় এনেছিল; কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও লোকেরা এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা। অতএব মূলকথা হলো, আমাদের শুধু শুরু করতে হবে...

তো, এই হলো আমাদের বয়কটের প্রথম উপকারিতা। অর্থাৎ, আমেরিকা-ইংল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন। আর নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এতে ইসরাইলের সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস প্রাবে।

দ্বিতীয় উপকারিতা : সংযত পররাষ্ট্রনীতি

অর্থনৈতিক মন্দা আমেরিকাকে তার বেপরোয়া সমরনীতি এবং ইসরাইলের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থনে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকগণ কংগ্রেস বা রাষ্ট্রপতির পদ পর্যন্ত পৌঁছতে একটি স্বাধীন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। এই নির্বাচনে লবিং/প্রেশার গ্রুপের

আচ্ছাদনে নানা মহলের প্রভাব থাকে। যার মধ্যে আমেরিকান ব্যবসায়ী সমিতি ব্যাপক প্রভাবশালী। এই সংগঠনের সদস্য হলো সে-সমস্ত বড়-বড় পুঁজিপতি, যাদের কোম্পানিগুলো বয়কট করার চিন্তা করছি আমরা। অতএব আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এরা যখন তাদের ক্রমাগত ব্যবসায়িক অবনতি দেখতে পাবে, তখন আমেরিকান সরকারকে চাপ দেবে তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আনতে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক মন্দা অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে পুঁজিবাদি রাষ্ট্রসমূহে। কেননা, অর্থই তাদের নিকট সবকিছু। আপনারা হয়তো জানেন, অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে খোদ ইহুদিরাই ফিলিস্তিনকে অনেক ফিদায়ি হামলার[৩] সুযোগ করে দেয়! সুতরাং, পশ্চিমারা যেহেতু ভালো করেই জানে যে ইসরাইলের তুলনায় মুসলিমবিশ্বে তাদের স্বার্থ অনেক বেশি, সে হিসেবে তারা অবশ্যই তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনতে তোড়জোড় চালাবে...

তৃতীয় উপকারিতা : দেশীয় শিল্পের উন্নতি

বয়কট আমাদের দেশীয় পণ্য ব্যবহারে বাধ্য করবে। এতে দেশীয় বাজার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এবং বিদেশিদের বদলে জাতীয় সম্পদের মাধ্যমেই উম্মাহর অর্থনীতি শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা জাতির জন্য মৌলিক বিষয়, আবশ্যক ভিত। বলুন, যে জাতি নিজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম না, তারা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা কোথায় পাবে?! মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল আমেরিকা-ইসরাইলের অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি নয়; বরং উম্মাহর অবকাঠামো বিনির্মাণ এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার করাও আমাদের মুখ্য লক্ষ্য। বলুন তো, জাপানিজ, চাইনিজ আর মুসলিম উম্মাহর মাঝে পার্থক্যটি ঠিক কোথায়...? তাদের জীবনদর্শন কি আমাদের চেয়ে উন্নত, নাকি তাদের জাতি আমাদের চেয়ে সুসভ্য?! সত্য বলতে, সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হলে ইসলামি চেতনা সে-সব সভ্যতা থেকে হাজার গুণ উত্তম। তাহলে কেন আমরা এমন

[৩]. মিডিয়া একে আত্মঘাতী হামলা বলে উল্লেখ করে থাকে। উল্লেখ্য, যুদ্ধের পরিবেশে এ জাতীয় হামলার বৈধতা রয়েছে। (সম্পাদক)

পরিবেশ তৈরি করছি না, যা দ্বারা এই উম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে?!

শিল্পোন্নত দেশ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে চীন-জাপানের শুরুটা আমাদের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তারা প্রথমে ক্ষুদ্র পরিসরের দেশীয় শিল্পের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে এবং বিদেশি পণ্য আমদানি কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে, পশ্চিমা পণ্যের তুলনায় গুণগত মান কম হলেও দেশবাসী সেগুলোর ওপরই নির্ভর করতে থাকে। এরপর তাদের দিন পালটে, পণ্য উন্নত হতে-হতে আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে... গত ৩০ বছর যাবৎ জাপানিজ গাড়ি শুধু তৃতীয়বিশ্বে দেখা যেত, অথচ এখন তাদের গাড়ি আমেরিকায় নাম্বার ওয়ান পজিশনে আছে!

দেশীয় শিল্প নিয়ে কিছু কথা
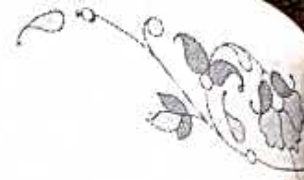
বস্তুত, এই পয়েন্টটি একটু বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

দেখুন, ভোক্তা চায় পণ্যের গুণগত মান এবং স্বাভাবিক দাম। এতে সন্দেহ নেই, অধিকাংশ আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান ভালো, আবার দামও কম। গুণগত মান না হয় বুঝলাম উন্নত প্রযুক্তি, নিপুণ প্রক্রিয়া, বিশাল কারখানা এবং দক্ষতার কারণে সম্ভব; কিন্তু দেশীয় পণ্যের চেয়ে বিদেশি পণ্যের মূল্য কীভাবে কম হয়?! দুনিয়ার আরেক মাথা থেকে আমাদের দেশে আসার পরও একটি পণ্যের মূল্য এত সস্তা কী করে হয়?! অথচ মানগতভাবে চীনা পণ্য আমাদের পণ্য থেকে খুব বেশি আলাদা নয়! মূলত, তাদের জন্য এত স্বল্প মূল্যে পণ্য বাজারজাতকরণের সক্ষমতার পেছনে বেশ কিছু কারণ সক্রিয়। যেমন,

—সস্তা শ্রম। তবে আমি মনে করি না আমাদের দেশের শ্রম খুব ব্যয়বহুল।

—তারা অধিক বিক্রির লক্ষ্যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে। এটি সুপরিচিত এক বাণিজ্যিক নীতি। আমাদের দেশেও এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে।

—অধিক পরিমাণে পণ্য তৈরির কারণে তাদের খরচ কমে আসে, মুনাফা বেশি হয়। কিন্তু পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার ভয়ে দেশীয় কারখানাগুলো এটি করতে পারে না।

অতএব, এখানে বয়কটের একটি স্বার্থকতা বুঝে আসছে। অর্থাৎ, আমরা বৈদেশিক পণ্য বয়কট করলে দেশীয় কারখানাগুলো পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে পণ্যের মূল্যহ্রাস করবে। পাশাপাশি, তার অল্প পণ্য হওয়ার কারণে সেগুলোর মানোন্নয়নের প্রতি লক্ষ রেখে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজিও ব্যয় করবে। অতঃপর আমরা সকলে এরকম একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সর্বদা বিচরণ করতে থাকব।

অবশ্য আমি জানি, বিষয়টি এত সহজ নয়। বয়কটের পর হুট করেই মুসলিম অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন চলে আসবে না, পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল হয়ে যাবে না। কিন্তু এরপরেও এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। যথা,

—উম্মাহর বিশাল এক অংশ মানসিক পরাজয়ের শিকার। এ কারণে অনেকে এটি বিশ্বাসই করতে চায় না যে পশ্চিমা শিল্পের সঙ্গে আমাদের শিল্পের কোনো প্রতিযোগিতা হতে পারে। তাই, প্রথমে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা অর্জনপূর্বক আমাদের নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এরপর নিজ দেশ, জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণির প্রতিও আস্থাশীল হতে হবে। এর পরই মূলত আমাদের নিজেদের পণ্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাবে।

—এটি ভাবার সুযোগ নেই, দেশীয় শিল্প সকল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত পশ্চিমা শিল্পকে ধরে ফেলবে। বরং এ ক্ষেত্রে মুসলিম ভোক্তাদের ভাবতে হবে—তারা যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি জাতি নির্মাণ করতে চায়, তাহলে শুরুতে অবশ্যই তাদের ধৈর্য ধরতে হবে, উন্নত মানে পৌঁছা পর্যন্ত তুলনামূলক অনুন্নত পণ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখানে তাদের আত্মত্যাগের বিকল্প নেই। কিন্তু এই ত্যাগও নিষ্ফল কোনো সাধনা নয়, বরং আল্লাহর কাছে রয়েছে এর ভরপুর প্রতিদান!

দেশীয় বিনিয়োগকারীদের প্রতি নিবেদন

এবার মুসলিম বিনিয়োগকারী এবং কলকারখানার মালিকদের প্রতি কিছু নিবেদন জানাতে চাই। মনে রাখবেন, আপনাদের এখানে বিশাল ভূমিকা রয়েছে—এই যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা আল্লাহর কথা বিস্মৃত হবেন না যেন! আশা করি, তিনি আখেরাতে আপনাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন, দুনিয়াতে প্রচুর লাভবান করবেন।

ছোট-বড় উভয় শ্রেণির বিনিয়োগকারীদের প্রতি আমার আবেদন থাকবে, আপনারা উম্মাহর জন্য উপকারী জিনিসপত্র উৎপাদন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হোন। যেমন,

—লোবান, চিপস, ললিপপ ইত্যাদির পরিবর্তে চিকিৎসাসামগ্রী, কৃষিদ্রব্য, জমির সার, ইলেকট্রনিক পণ্য, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদনে মনোযোগ দিন।

—মদ কোম্পানি, ফিল্ম কোম্পানি, সুদি ব্যাংকের স্ট্রক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ না করে আপনারা পেট্রোল, আয়রন, সিমেন্ট, ওষুধ, খাদ্য ইত্যাদি কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করুন।

—ইসরাইল-আমেরিকা থেকে পণ্য আমদানি বা আমেরিকার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির প্রতি আগ্রহ না রেখে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, মিসর, আলজেরিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশ থেকে পণ্য আমদানি করুন। আশা করি, আল্লাহ আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন!

দেশীয় বিনিয়োগকারী এবং কারখানা-মালিকদের প্রতি আরও কামনা থাকবে,

—আপনারা কাজের নিপুণতা এবং উন্নত শিল্পের প্রতি মনোযোগ দেবেন। অন্যথায়, মুসলিমরা ছলনার শিকার হয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পণ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বে।

—পণ্যমূল্য যথাসম্ভব সাশ্রয়ী রাখবেন। আল্লাহ চাইলে আমাদের প্রচুর লাভবান করবেন।

—শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন, এটি তাদের অধিক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করবে। ক্রেতা এবং শ্রমিকদের সঙ্গে হাসিমুখ বজায়

রাখুন। *কেননা, কোনো-কোনো ক্রেতা বিদেশি কোম্পানির ভালো ব্যবহার এবং দেশীয় কোম্পানির মন্দ ব্যবহারের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে দেখে।*

আমাদের এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আমরা আমেরিকান পণ্য বয়কট করার পাশাপাশি দেশীয় পণ্যের গুণগত মান ও উন্নতি সাধন এবং তা ক্রয়ের প্রতিও লক্ষ রাখব। এটিকে আমি 'ইতিবাচক বয়কট' বলে পরিচিতিদান করতে চাই, যা মূলত জাতিগতভাবে আমাদের সুসংহত করে তুলবে এবং পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করবে। অন্যদিকে, এই উদ্যোগের শুরুতে মুসলিমদের ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা, হাজার মাইলের পথ চলা যাত্রাশুরুর সেই প্রথম কদম থেকেই আরম্ভ হয়।

চতুর্থ উপকারিতা : জাতীয়ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠা

কোনো সময় আমাদের দেশ যদি অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? কেননা, একদম সামান্য কোনো কারণেও আমাদের ওপর অবরোধ চেপে বসতে পারে। মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতি সব সময় এক থাকে না। ইরাকবাসীর অফুরন্ত সুখ ছিল, ছিল আড়ম্বরপূর্ণ জীবন। এরপর চোখের পলকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল! সুতরাং, কে জানে যে আগামীকালের কোন তুচ্ছ ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে তারা কোন দেশের ওপর অবরোধ দিয়ে বসবে!

অতএব, মুসলিম দেশগুলো অবরোধের শিকার হলে যেই পশ্চিমা পণ্যগুলোর আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে, সেগুলোর ব্যবহার যদি আমরা আগে থেকেই ছেড়ে দিই, তাহলে এটাই কি বুদ্ধির পরিচয় হবে না?! হঠাৎ এই কোম্পানিগুলো দেশীয় বাজার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলে তখন আমাদের অবস্থা কী হবে ভাবুন তো!

পশ্চিমা এক সুপারশপ বিশাল পরিমাণ পণ্য নিয়ে মিশরের বাজারে প্রবেশ করে। এরপর তার অনেক শাখা প্রতিষ্ঠা হয় এবং অভাবনীয়ভাবে তার পণ্যের দাম কমিয়ে দেয়। ফলাফল কী দাঁড়াল? আশপাশের অধিকাংশ দেশীয় সুপারশপ বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত, দেশীয় বাজার বন্ধ করতে প্রথমে ভালো রকমের লোকসানের জন্য প্রস্তুত হয়েই বিদেশি কোম্পানিটি মাঠে নামে। অতঃপর একসময় দেখা যায়, একচেটিয়াভাবে সে বাজার দখল করে নিয়েছে!

এরচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটবে তখন, যদি কোনো বিদেশি কোম্পানি কোনো দেশের স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে হটিয়ে বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, এরপর সে দেশ কখনো অবরোধের শিকার হলে রাতারাতি তার পণ্যসামগ্রী উঠিয়ে নিজ দেশে ফিরে যায়। তখন, দেশীয় পণ্যও নেই, বিদেশি পণ্যও উধাও—বিরাট বিপর্যয় ঘটবে সেদিন, বিশাল বিপর্যয়!!!

আমার মনে হয়, বর্তমানে মিশর অবরোধের শিকার হলে (উদাহরণত) হাসপাতালগুলো এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। অপারেটিং টেবিল, অপারেটিং ফ্লাশ-লাইট, শল্যসুতা, অস্ত্রোপচারসামগ্রী, মূত্রনিষ্কাশন যন্ত্র, শল্যছুরিকা কিছুই তো আমাদের নেই...

কিন্তু কেনই-বা অপরের ওপর এমন ন্যক্কারজনক, অর্বাচীন নির্ভরতা?! কেন মুসলিম দেশগুলো নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অর্জনগুলো নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করার জন্য এগিয়ে আসছে না?!

—পাকিস্তানের অস্ত্রোপচারসামগ্রী উৎপাদনে ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেন মুসলিমবিশ্ব তার থেকে এ কাজ রপ্ত করে নিচ্ছে না, কেন সেখান থেকে পণ্য আমদানি করছে না?!

—ব্রিজ ও বাঁধ তৈরিতে আলজেরিয়ার অত্যন্ত দক্ষতা রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর উচিত, তাদের থেকে এ কাজে দক্ষতা অর্জন করা এবং তাদের থেকে পণ্য আমদানি করা। এটাও জেনে রাখা উচিত, এ ক্ষেত্রে আলজেরিয়ার উৎপাদনক্ষমতা এতটাই বেশি যে তা আরববিশ্বের ৬০% প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। বরং গোটা আরববিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করে মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করতে তারা সক্ষম হবে, যদি পুঁজিপতিরা তাদের দেশে বিনিয়োগ করে। তাহলে বলুন, মুসলিম পুঁজিপতিরা এসমস্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে কোন যুক্তিতে ইউরোপ-আমেরিকার ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখবে?!

—মিশরের রয়েছে কাগজ, টেক্সটাইল, আয়রনসহ অন্যান্য কতক শিল্পে দক্ষতা। কিন্তু কেন মুসলিমবিশ্ব এসমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হচ্ছে না?! অতএব দেখা যাচ্ছে, বয়কট আমাদের ওপর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অবরোধ নেমে আসা দিনের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। আমরা সে-জন্য ঐচ্ছিকভাবে

ইতিবাচক এক প্রকার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আর তাও প্রকৃত অবরোধ থেকে অনেক সহজ এক পরিস্থিতিতে। মনে রাখতে হবে, অবরোধ হলো অতি প্রাচীন রাজনৈতিক কৌশল, এখন হচ্ছে না বলে ভবিষ্যতেও হবে না, এটা ভাবা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পঞ্চম উপকারিতা : শত্রু-সচেতনতা

বয়কটের ফলে মুসলিমদের প্রকৃত শত্রুর কথা সর্বদা স্মরণে থাকবে। মানুষের অভ্যাস হলো, সময়ের আবর্তে, পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে সবকিছু ভুলে যায়। জালেম একবার মুচকি হাসলে, কুশল বিনিময়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে, বুকভরা ভালোবাসা প্রকাশ করলে আমরা সবই ভুলে যাই। অথচ তার জুলুম অনবরত চলছেই। আর তার সেই মুচকি হাসি, তার সেই ভালোবাসা অন্তরাল করে রাখছে তার জুলুম-অত্যাচারকে!

এমনটিই ঘটেছে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিনের ক্ষেত্রে, হাস্যোজ্জ্বল বদনে যখন সে চুক্তির জন্য হ্যান্ডশেক করতে এগিয়ে এলো। অথচ এই ব্যক্তিই ছিল দেইর ইয়াসিন অঞ্চলে গণহত্যার নায়ক! তখনো দখলকৃত ভূমিতে লাখ-লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিক তার বাহিনীর হাতে নিপীড়নের শিকার! কিন্তু মানুষ যেন সব ভুলে গেল, তাকে শান্তির মূর্তপ্রতীক ভাবতে শুরু করল! এরপর কিছুদিন না-যেতেই এই অপরাধী কসাইয়ের হাতে উঠল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার!! আবার কিছু মুসলিম এই নির্জলা মিথ্যাকেই সত্য বলে মেনে নিলো!!

বয়কট চলমান থাকলে সর্বদাই অন্তরে শত্রুর প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ জাগ্রত থাকবে। পরিস্থিতি যতই পালটাক, সময় যতই বয়ে যাক, শত্রু আমাদের নিকট শত্রু হিসেবেই পরিচিত থাকবে, এ প্রক্রিয়া স্বজাতির মধ্যে এমন এক চেতনা জাগ্রত রাখবে, যার ফলে শত্রু সর্বদা তাদের নিকট শত্রু বলেই চিহ্নিত হবে। বস্তুত, একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এর গুরুত্ব গোপনীয় কোনো বিষয় নয়।

ষষ্ঠ উপকারিতা : শত্রুপক্ষের প্রতি মুগ্ধতা অপসারণ

এই বয়কট মানুষের মোহগ্রস্তভাব দূর করবে।

উল্লেখ্য, ইহুদি, আমেরিকা, পশ্চিমা এবং আমদানিকৃত সামগ্রী মানুষের ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে আছে, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে এই প্রভাব শুধু দ্রব্যাদিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে তাদের মানসিকতায়ও আসন গেড়েছে। যে কারণে অনেকের চোখে একজন আমেরিকান অত্যন্ত দূরদর্শী, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ, শান্তিপ্রিয় এবং সহনশীল!!

ধারাবাহিক বয়কট মানুষের সম্মোহন দূর করে উম্মাহকে এই উপলব্ধি দান করবে, তারা আমেরিকা, এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে... তবে, এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমরা এ ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী হব।

সপ্তম উপকারিতা : সাফল্য ও মানসিক শক্তি

বয়কটের ফলে অর্জিত বিভিন্ন প্রকার সাফল্য মুসলিম উম্মাহর মনোবল দৃঢ় করবে, তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে। আমরা তখন যে-সমস্ত সাফল্য প্রত্যক্ষ করব:

—হাজার-হাজার কর্মী, অঢেল সম্পদ ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি আকাশছোঁয়া দালানগুলোর দরজায় তালা ঝুলছে। দেখব, বুদ্ধিমান, সচেতন এই উম্মাহর ভাঙনে ব্যর্থ হয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা নিজ দেশের পথ ধরেছে। আল্লাহর শপথ, এ এক চূড়ান্ত সাফল্য!

—আমেরিকান ফুড স্টোরগুলো বিরান পড়ে আছে আর দেশীয় স্টোরগুলোতে শত-শত ক্রেতার ভিড়। বলুন, এ কি আমাদের বিজয় নয়!

—পশ্চিমা মার্কেটগুলো হন্তদন্ত হয়ে অফার, ছাড়সহ বিভিন্নভাবে গ্রাহক আকর্ষণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, প্রয়োজন, আগ্রহ থাকার পরও গ্রাহকরা তাতে সাড়া দিচ্ছে না। পণ্যের চাহিদা ঠিকই বিদ্যমান; কিন্তু বয়কটের কারণেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, এই অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম হলে ভেবে নিতে পারেন, আমরা বিজয়ী হয়েছি!

—জাগরণের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাঝেই পত্রিকার পাতায় দেখব, [উদাহরণত] মধ্যপ্রাচ্যে স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় আমেরিকান প্রসিদ্ধ এক কোম্পানির আয় প্রায় ৩৫% হ্রাস পেয়েছে। অবশ্যই, এটিও হবে বিজয়ের এক পুলকধ্বনি!

এভাবে বয়কটের ফলাফল দেখে উম্মাহ্ এক ধরনের বিজয় ও সফলতার স্বাদ আস্বাদন করবে। বস্তুত, মুসলিম জাতি আজ এ জন্য বড়ই পিপাসার্ত।

অষ্টম উপকারিতা : শত্রুমননে আতঙ্ক সৃষ্টি

বয়কট-প্রক্রিয়া মুসলিমদের জন্য সৃষ্টি করবে বিজয় ও গর্বের পরিবেশ। অন্যদিকে, তাদের শত্রুরা হবে আশঙ্কাগ্রস্ত।

মুসলিমবিশ্বের ঐক্যের সামনে তারা নানা ক্ষেত্রে পরাজয় অনুভব করতে থাকবে, আতঙ্কিত হয়ে দিনাতিপাত করবে। তাদের পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও বয়কটের প্রতি মুসলিম উম্মাহর দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করে তাদের ভেতর হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হবে। ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতাপের সামনে তারা অপদস্থতার শিকার হবে।

এগুলো কেবল বিজয়ের আভাস। আর শত্রুপক্ষের মানসিক পরাজয় ঘটাতে সক্ষম হওয়া আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। যেমন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ»

> "এক মাস দূরের পথ হতেই আমার প্রতি সন্ত্রস্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্যদানের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।"

সহিহ বুখারি: ৩৩৫

নবম উপকারিতা : উম্মাহর প্রশিক্ষণ

বয়কটকে আমাদের জন্য এক প্রকার প্রশিক্ষণ বিবেচনা করা যায়—ঠিক রোজার মতো। অর্থাৎ, খাদ্য-পানি মৌলিকভাবে হালাল হওয়া সত্ত্বেও রমজান মাসে আপনি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অতএব, আপনি যেহেতু তা পারছেন, তাহলে সত্তাগতভাবে যা হারাম, তা থেকে বিরত থাকতে আরও বেশি সক্ষম হবেন। সে হিসেবে বলা যায়, এটা এক ধরনের প্রশিক্ষণ।

অতএব, বয়কটের ক্ষেত্রেও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করার নিয়ত রাখব, যথা—দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস পরিবর্তন, মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর জাতিগত স্বার্থের প্রাধান্যদান।

আল্লাহর কসম! আমরা যদি বয়কটের মাধ্যমে উক্ত বিষয়গুলো আত্মস্থ করতে পারি, তবে তা হবে অনন্য এক অর্জন!

দশম উপকারিতা : ইখলাসপূর্ণ আমলের তাওফিক

ইসলাম ও মুসলিম, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, ইরাকের ভাইদের সহায়তা, ইসলামি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, জাতির বিনির্মাণ—আমরা এসব মূলত একমাত্র আল্লাহর প্রতি ইখলাসের মাধ্যমেই করব। এর দ্বারা আমরা শুধু তাঁর নিকটই সওয়াব কামনা করব, তাঁর দরবারেই সাহায্য চাইব, তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির আশায়ই বুক বাঁধব। আর ইখলাসের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারা এ বয়কট-প্রক্রিয়াকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ একটি উপকার বলে মনে করি।

উল্লিখিত উপকারসমূহের কথা বাদ দিলেও, ইহুদি ও আমেরিকান পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে—বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক মুফতি সাহেব তা হারাম হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানকে হাইলাইট করা, সেগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচার করাকেও হারাম বলা হয়েছে। তাঁদের একজন হচ্ছেন বিজ্ঞ আলেম ইউসুফ কারজাবি সাহেব।

হে আমার ভাই, হতে পারে ইখলাসের সাথে সম্পাদন করা এই বয়কটের প্রতিদান সেদিন আমাদের পুণ্যের থলে ভারি করে তুলবে, যেদিন ধনসম্পদ

ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না! বরং সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর সামনে আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে...

মোটকথা, উল্লিখিত কারণগুলোসহ আরও কিছু কারণে বয়কটকে আমি এমন এক অস্ত্র মনে করি, যা ধারণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য জরুরি। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, এ কাজে তিনি আমাদের সাহায্য করুন, একে কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করুন।

* * *

বয়কট সংক্রান্ত কিছু সংশয় ও তার নিরসন

বয়কটের কথা শুনলেই কিছু লোক অনেক প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপন করে। এ শ্রেণিটি কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা:

—যারা সরাসরি আমেরিকান-জায়োনিস্ট কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িত। বিধায়, কোম্পানির স্বার্থই তাদের কাছে বড়।

—যে-সমস্ত মুসলিম বাস্তব অবস্থা এবং বয়টকের উপকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই না জানার কারণে তারা এর বিরোধিতা করে থাকে। তাদের সামনে বয়কটের বাস্তবতা তুলে ধারতে পারলে তাদের ঘোর কেটে যাবে আশা করি।

—যে-সমস্ত মুসলিম অলস, বিলাসপ্রিয়। তারা বিলাসী জীবন ছাড়তে রাজি নয়।

—যারা মানসিকভাবে পরাজিত। তারা ধরেই নিয়েছে, পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের আর কোনো আশা নেই।

—একদল হিংসুক শত্রু আছে, যারা উম্মাহর মাঝে বিষের বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়। এসব গুজব ছড়ানোর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মাহর ধ্বংস ও বিনাশ সাধন।

—এ শ্রেণিতে কখনো এমন মুসলিমও পাওয়া যায়, যারা শুরুতে সচেতনতা ও উদ্দীপনার সাথেই বয়কট শুরু করে; কিন্তু দিন গড়াতে-গড়াতে তাদের উদ্যম ফুরিয়ে যায় বা আসল লক্ষ্যে বিস্মৃতি এসে যায়।

এরাসহ আরও কিছু মানুষ আছে সম্ভবত, যাদের কারণে উম্মাহ আজ বয়কটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত একটি অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হচ্ছে না। তাই, বয়কটকে ঘিরে আমাদের মধ্যে যে-সমস্ত সন্দেহ-সংশয়ের দানা বেঁধেছে, তা আলোচনাপূর্বক একে-একে সেগুলোও দূর করতে হবে। যেন এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র কাজে লাগিয়ে উম্মাহ তার স্বার্থ হাসিলে সক্ষম হয়।

পাঁচটি সংশয় নিয়ে আলোচনা

প্রথম সংশয়

বৈদেশিক কোম্পানিগুলোতে ১০০% শ্রমিকই হলো স্থানীয়। এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে হাজার-হাজার শ্রমিক পথে বসবে। তা ছাড়া, দেশীয় এজেন্টরাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উত্তর :

(ক)

আমরা সবাই এ কথা ভালোভাবেই জানি, এসমস্ত কোম্পানি সম্পদের পাহাড় গড়া ভিন্ন কোনো লক্ষ্যে আমাদের দেশে আসেনি। দেশের স্বার্থ বা জনগণের প্রতি দরদ দেখানো মোটেও তাদের উদ্দেশ্য নয়। আবার দেশীয় বিনিয়োগকারীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যে তাদের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছে, এ কথাও বলা যাবে না।

তাহলে আমরা যেহেতু এ ব্যাপারে একমত, আমাদের সহায়তায় তাদের কার্যপরিধিই কেবল বাড়ছে, দিন-দিন তাদের অর্থনীতি ফুলে-ফেঁপে উঠছে, মজবুত হচ্ছে; সুতরাং আমাদের জন্য এমনটি করা কোনোমতেই উচিত হবে কি?! আমরা তো তাদের শত্রুতার কথা স্পষ্টভাবেই জানি, যুদ্ধ ও সংকটের সময় আমাদের শত্রুদেরকে তাদের সহায়তার কথাও দিবালোকের ন্যায় সত্য। অতএব, নিশ্চিত ক্ষতি মেনে নিয়ে হলেও তাদের প্রতি আমাদের সহায়তা করা বন্ধ করতে হবে।

(খ)

এসব কোম্পানিতে প্রবেশের আগে আমাদের মুসলিম ভাইরা কি চাকরিহীন বেকার বসে ছিল?! তারা কি আমেকরিকান পিৎজা বা চিকেন ফ্রাইড শপে চাকরির আগে দেশীয় কাবাবের দোকানে ছিল না?! এখনকার পশ্চিমা সুপারমার্কেটকর্মী বা পশ্চিমা ফিলিং স্টেশনে কর্মরতরা কি গতকাল দেশীয় কোম্পানিগুলোর দায়িত্ব পালন করেনি?!

(গ)

দেশীয় শ্রমিকদের ভাতাজনিত এবং বিনিয়োগকারীদের লাভহীনতার সম্ভাব্য ক্ষতিটুকু মেনে নিতে হবে। কারণ, আমরা শুধু ফিলিস্তিন বা ইরাকের স্বার্থে নয়; বরং গোটা উম্মাহর বিরুদ্ধে শত্রুর ষড়যন্ত্র, অপকৌশল এবং যুদ্ধের বিরোধিতায় কিছু করতে যাচ্ছি।

ভেবে দেখুন, শত্রু যদি আপনার দেশে আক্রমণ করে, তখন আপনি কী করবেন! তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, নাকি বলবেন—যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটে, সম্পদ ধ্বংস হয়, শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়; সুতরাং যুদ্ধ করব না!! নিশ্চয় আপনি এসব ঠুনকো অজুহাত না দেখিয়ে যুদ্ধে মনোনিবেশ করবেন। কেননা, আগ্রাসন মোকাবিলার সামনে উপর্যুক্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো মূল্যই নেই...

হ্যাঁ, মুসলিমবিশ্বের অর্থনীতি ও উম্মাহর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আগ্রাসন মোকাবিলায় এই সম্ভাব্য ক্ষতিটুকু মেনে নেওয়া অতি স্বাভাবিক। এ ছাড়া, এটি সাময়িক এক ব্যাপার; দেশীয় পণ্য যখন উন্নত হবে, তার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তখন আমাদের অবস্থা আগের চেয়েও ভালো হয়ে উঠবে।

(ঘ)

আমরা মুসলিমরা অন্যান্য জাতির মতো নই। আমরা বিশ্বাস করি, রিজিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাআলার। কোনো ব্যক্তি তার রিজিক পূরণ না করে বা নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করুন এবং উত্তমপন্থায় রিজিক অন্বেষণ করুন। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার ফলে রিজিক হ্রাস পাবে, একজন মুসলিমের বিশ্বাস কখনোই এমন হতে পারে না।

এখন যদি এই প্রশ্ন তোলা হয়, আল্লাহর রিজিক তো বান্দার কাছে পৌঁছে কোনো কার্যকারণের মাধ্যমেই, কিন্তু বয়কটের মাধ্যমে আমরা কি সেই কার্যকারণ রোধ করে ফেলছি না! সে ক্ষেত্রে আমরা বলব—হে আল্লাহ, শত্রুর দয়া যেন আমাদের বেঁচে থাকার কারণ না হয়। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, আপন ভাইয়ের হত্যাকারীর কাছে হাত পেতে রিজিক নেওয়া নিশ্চয় উত্তমপন্থায় রিজিক তালাশ হতে পারে না!

(ঙ)

ইহুদি-আমেরিকান পণ্যের প্রতি মানুষের ঘৃণা দেখে দেশের পুঁজিপতিরা তাদের থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেওয়ার আগে হাজারবার চিন্তা করবে। একসময় দেখা যাবে, দেশীয় বাজারের জন্য তারা বিকল্প পথ খুঁজে নেবে। তখন মুসলিমস্বার্থ-প্রধান নতুন এক যুগের সূচনা হবে।

(চ)

আফগান-ইরাকে যে পরিস্থিতি চলছে, তা দেখার পরও কি ইংল্যান্ড-আমেরিকার এসমস্ত কোম্পানি, কারখানায় কর্তব্যরতদের মনে একটুও ঘৃণা-ক্ষোভ জাগে না?! তারা কি জানে না, এগুলোর ওপর ভর করেই ইহুদিরা সাহায্যের পর সাহায্য পেয়ে যাচ্ছে!

অতীতে দেখা গেছে, মিশরীয়রা ইংল্যান্ডের কোম্পানি-সেনানিবাসে চাকরি করতে ঘৃণা করত। কারণ, ওরা ছিল দখলদার শক্তি। এভাবে লিবিয়ানরা ইটালির ব্যাপারে, আলজেরিয়ানরা ফ্রান্সের ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু মুসলিমবিশ্বে আজ কি তাদের জবরদখলের পালা শেষ হয়ে গেছে?!

মুসলিম কোম্পানিতে চাকরি করলে যে প্রশান্তি পাওয়া যায়, আমাদের কাছে কি তার কোনোই মূল্য নেই?! খোদার কসম! আমি মনে করি, মনের এই প্রশান্তির সামনে তাদের থেকে পাওয়া মোটা অঙ্কের বেতন-ভাতার মূল্য অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

(ছ)

বেতন-ভাতার এই ত্যাগটুকু মুজাহিদদের জন্য সদকা মনে করুন। ভাবুন, এই ত্যাগের বিনিময় আপনি মুসলিমদের জন্য কিছু করতে পারছেন। আর সদকা করার ফলে সম্পদ কখনো কমে না—হয়তো অন্য কোনো পথে তার বিনিময় এসে যাবে অথবা অদৃশ্য ইঙ্গিতে আপনার কোনো খরচের খাত কমে যাবে। হ্যাঁ, একজন মুমিনের বিশ্বাস এমনই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় সংশয়

বয়কটের ফলে আমেরিকান জনগণ আমাদের ওপর বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের শত্রু কেবল সরকার; অথচ সরকার আর জনগণ এক নয়।

উত্তর :

(ক)

নিজের অধিকার থেকে অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা সকলের জন্য এক অবিসংবাদিত অধিকার। আর বয়কটের মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের অর্থনীতি, দেশ এবং জনগণ থেকে সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করছি।

লক্ষণীয় বিষয়, আমরা যখন পরস্পর স্বার্থবিরোধী দুটো অর্থনীতির মুখোমুখি হব, তখন আমাদের দায়িত্ব হলো, আপন অর্থনীতি এবং নিজেদের ভাইদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা—যদিও তা অন্যপক্ষের স্বার্থবিরোধী হয়। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জুলুম, অত্যাচারের পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

খোদ আমেরিকা যখন দেখল, জাপানিজ গাড়ি তার বাজার দখল করে নিচ্ছে, তার গাড়ির চাহিদা কমে যাচ্ছে, তখন সে জাপানিজ গাড়ির ট্যাক্স বাড়িয়ে দিলো। যাতে মানুষ বাধ্য হয়ে দেশীয় গাড়ি ব্যবহার করে।

আমরা হয়তো শুনে থাকব, কংগ্রেসে একবার ফ্রান্সের এয়ারলাইন্স এবং পনির বয়কটের প্রস্তাব ওঠে। কারণ, ফ্রান্স ইরাকযুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকার বিরোধিতা করেছিল। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, শুধু বিরোধিতার কারণেই তারা এরকম তৎপরতা দেখিয়েছিল। এমনইভাবে, জার্মানিতে পণ্য-রপ্তানি বয়কটের ব্যাপারেও আলোচনা উঠেছিল কংগ্রেসে, যার

বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৬০ বিলিয়নেরও বেশি। অথচ আমরা ভালোভাবেই জানি, ফ্রান্স-জার্মানি হচ্ছে আমেরিকার পুরোনো মিত্রদেশ। তারপরও আমেরিকা তাদের যেকোনো ধরনের বিরোধিতাকারীদের সাহায্য করতে অনীহা প্রকাশ করল।

(খ)

সরকার আর জনগণকে আলাদা করে দেখার আদৌ কোনো সুযোগ আছে?! ভেবে দেখুন, সরকারের জন্ম কোথা থেকে! সরকারি ব্যক্তিরা কি জনগণের অংশ নয়?! প্রেসিডেন্ট বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জুলুমবাজ কংগ্রেসের লোকেরা কি আমেরিকান জনগণের বাইরের?! গণভোটের মাধ্যমে অন্যায় সিদ্ধান্তগুলোর সমর্থনকারীরা কি আমেরিকার জনগণ নয়?!

(গ)

অনেক কোম্পানি খোদ আমেরিকান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশসমূহে এসেছে। ব্যবসা, বিনিয়োগ, নির্মাণ ইত্যাদির জন্য আমেরিকা এগুলো মুসলিম দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এমনকি অনেক কোম্পানি তো দেউলিয়া হয়ে যেত, যদি সেগুলোকে এসমস্ত দেশে আসার সুযোগ করে দেওয়া না হতো। বস্তুত, এসব কোম্পানির সাফল্য পরিশেষে আমেরিকান সরকারেরই সাফল্য ও শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যম। অতএব, মুসলিমবিশ্বসহ গোটা দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনেক বড়-বড় কোম্পানি দিনশেষে আমেরিকান সরকারেরই একটি অংশ বলে ধরে নিতে পারেন।

তৃতীয় সংশয়

এই কোম্পানিগুলো মুসলিমবিশ্বে বিশাল পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করছে, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এতে তো আমাদের অর্থনীতিই সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাই নয় কি?!

উত্তর

(ক)

মনে করুন, কোম্পানিগুলো এক কোটি ডলার আমাদের দেশে বিনিয়োগ করল। কিন্তু এরপর কি তারা খালি হাতে ঘরে ফিরবে, নাকি সঙ্গে থাকবে হাজারগুণ লাভের ভান্ডার?!

(খ)

ভিত দুর্বল হওয়ার কারণে এই সমৃদ্ধি অস্থায়ী একটি বিষয়। কেননা, এখানে অর্থনীতির সম্পূর্ণ অবকাঠামোটি থাকছে এমন একদলের হাতে, যাদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপ নিতে দু-সেকেন্ড সময়েরও প্রয়োজন নেই।

(গ)

পর্দার আড়ালেও অনেক বিষয় থাকতে পারে। হয়তো এসমস্ত কোম্পানি, কারখানা ও সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের অর্থনীতিকে দুর্বল করা বা একদম ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের এই চক্রান্ত আমাদের চোখে ধরা দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে।

হতে পারে ইহুদি কৃষিবিজ্ঞানীদের কাণ্ড সেই গণ্ডিতেই পড়েছে। তারা এক ধরনের সার ব্যবহার করল, যার ফলে দুয়েক বছর অতিমাত্রায় ফল-ফসল উৎপাদন হলো। কিন্তু পরে দেখা গেল, যে ভূমিতে এই সার ব্যবহার করা হয়েছে, তা একদম বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আবার হতে পারে, যে-সমস্ত সিমেন্ট কোম্পানি পরিবেশ দূষণের ভয়ে নিজ দেশে পণ্য তৈরি করতে পারছে না, সেই পণ্য তারা আমাদের দেশে কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে তৈরি করল। এ ক্ষেত্রে, "নিজ পায়ে কুড়াল মারা হয়েছে" ব্যতীত আর কী বলার আছে!!

চতুর্থ সংশয়

এমন কিছু পণ্য আছে, যেগুলো মুসলিম দেশগুলো তৈরি করতে পারে না। সেগুলো পাশ্চাত্য থেকে আমদানি ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

উত্তর :

(ক)

একান্ত অপারগতার বিষয়টি তো ভিন্ন। আমাদের সামর্থ্য না হওয়া পর্যন্ত তা-ই ব্যবহার করে যেতে হবে। তবে হ্যাঁ, বিষয়টি কি আসলেই অপারগতার জন্য করা হচ্ছে, নাকি বিলাসিতা-অলসতার খাতিরে, তার ওপরই মূলত এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

(খ)

অমুসলিম হলেও এমন অনেক দেশ আছে, যেগুলো মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু নয়। সে-সমস্ত দেশ থেকে অস্থায়ীভাবে পণ্য আমদানি করা যেতে পারে।

(গ)

মুসলিমদের উচিত তাদের থেকে কোনোরূপ পণ্য আমদানি না করা. তবে উৎপাদনমূলক প্রযুক্তি আমদানি করা যেতে পারে। যাতে একসময় তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারে। এটাও অসম্ভব কিছু নয়, সময়ের অতিবাহনে উৎপাদনমূলক প্রযুক্তি তৈরিতেও তারা সক্ষমতা অর্জন করবে।

(ঘ)

মুসলিম বিজ্ঞানীদের উচিত নিজেদের দেশগুলোতে ফিরে আসা। এটি কোনোমতেই যুক্তিসংগত কথা নয়, মুসলিম পরমাণু বিজ্ঞানী, রসায়ন-পদার্থবিদ ও ডাক্তাররা স্বজাতিকে অসহায় ছেড়ে আমেরিকার শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধিতে মগ্ন থাকবে।

পঞ্চম সংশয়

কতক মানুষ মনে করে, কিছু কিছু পশ্চিমা পণ্য ছাড়া তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে।

উত্তর :

(ক)

এসমস্ত পণ্য ব্যবহার হতে বিরত থাকাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ মনে করুন। নিয়ত বিশুদ্ধ করুন, আল্লাহর প্রতিদান পাবেন বলে আশা রাখুন। এটা মূলত এক পরীক্ষা, আর কষ্টের ধরন অনুযায়ীই আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাব। *মনে রাখবেন, যে জিনিসের প্রতি আপনার আকর্ষণ নেই, তা ছাড়ার নাম পরীক্ষা নয়; বরং ভালো লাগার বস্তু বা যে জিনিসে আপনার অন্তর ডুবে আছে, আল্লাহর প্রতিদানের আশায় তা ত্যাগের নামই পরীক্ষা।*

(খ)

মিডিয়া আমাদের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছে। যেমন, এর প্রোপাগান্ডায় আমরা ভাবতে শুরু করেছি, কোমলপানীয় ছাড়া বুঝি আমাদের গতি নেই, আমাদের চাঞ্চল্য ধরে রাখতে তা পান করতেই হবে!

খোদার কসম! কোমলপানীয় থেকে আঁখ, তেঁতুল বা রোসেল (Roselle) ফুলের জুস [তথা প্রাকৃতিক বস্তুর পানীয়] হাজার গুণ উত্তম। ডাক্তাররা মানুষকে সব সময় পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কোমলপানীয় পরিহার করতে। বিশেষ করে ইরিটেবল বাউয়েল সিন্ড্রমে বা পাকস্থলির রোগে আক্রান্ত যারা, তাদের জন্য এই পরামর্শ। কিছু ডাক্তারের মত হচ্ছে, কোমলপানীয় ইউরিলিথিয়াসিসের (কিডনি পাথর রোগ) এর ঝুঁকি বাড়ায়।

(গ)

শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পণ্যগুলো যদি কেউ ছাড়তে না-ই পারে, তাহলে কমপক্ষে অন্যান্য পণ্য বর্জন করুক! সবটুকু সক্ষম না হলেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু তো বয়কট করা উচিত!

* * *

বয়কট-ভাবনা

পরিশেষে আমি আরেকটি শিরোনামে কিছু বিষয় আলোচনা করব। একে আমি 'বয়কট-ভাবনা', 'বয়কটের পদ্ধতিগত আবিষ্কার', 'বয়কটের অগ্রগতি' ইত্যাদি নামে পরিচিতিদান করতে পারি। পাঁচটি পরিচ্ছেদে এই আলোচনা সমাপ্ত হবে। তবে, প্রত্যেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমেরই উচিত, নিজেরাও এটা নিয়ে ভাবা এবং নিজেদের মতামত ও কর্মপদ্ধতি পেশ করা। বয়কটকে যে যেভাবেই সক্রিয় করুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

(১) বিশেষ শ্রেণির বয়কট

ইহুদি-আমেরিকার পণ্য বয়কটের জন্য সাধারণ তালিকা প্রস্তুতের পাশাপাশি একটি বিশেষ তালিকা থাকতে পারে। সেটি যাবে শুধু বিশেষ শ্রেণির হাতে। যেমন ওষুধের বিষয়টা ধরা যাক। স্বাভাবিক বিষয় যে সাধারণ মানুষ নিজেদের ওষুধ নির্ধারণ করে না, বিধায় এর পরিচয়পরিচিতি নিয়ে তাদের চিন্তা না করলেও চলবে। কিন্তু এই পণ্যটির যাবতীয় বিষয়াদি ডাক্তার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ফার্মাসিস্টদের গোচরে থাকা জরুরি। অতএব, আমেরিকা-ইহুদি ওষুধ কোম্পানিগুলোর একটি তালিকা শুধু এই শ্রেণিটির হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এমনইভাবে, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, রসায়নবিদদের জন্য একই কথা।

(২) বয়কটকালীন বিকল্পব্যবস্থা

জনগণের সামনে শত্রুপক্ষীয় পণ্যসামগ্রীর বিকল্প উপস্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হবে, বিকল্প সামগ্রী হিসেবে দেশীয় পণ্যগুলো খুঁজে বের করা এবং আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি বা যেকোনো প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ সকল শ্রেণির নাগরিকের মাঝে সেগুলো পরিচিত করে তোলা। যাতে বয়কট কার্যকর করা তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

(৩) বয়কটের অগ্রগতি

পুঁজিবাজারের চলমান ঘটনাসমূহ নজরদারিতে রাখা এবং তা জনসম্মুখে নিয়ে আসা। যেমন,

—হতে পারে, ইহুদি বা আমেরিকান কোনো কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানি কিনে নিয়েছে, তখন আমরা বয়কটকারীদের সে ব্যাপারে সতর্ক করব। যেমন, একবার আমেরিকান একটি চিপস কোম্পানি দেশীয় একটি চিপস কোম্পানি কিনে নিয়েছিল।

—বয়কটের ফলে আমেরিকান কোনো কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের উৎসাহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তা বেশ জমজমাটভাবে আমরা প্রচার করব।

—হয়তো আমেরিকান কোনো কোম্পানি প্রকাশ্যে ইসরাইলকে অনুদান দিলো, আমরা সেটা জোরেশোরে প্রচার করব। যাতে বয়কটের ব্যাপারে মানুষ আরও দৃঢ়পদ হয়। যেমন, একবার একটি ওষুধ কোম্পানি ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্য অনুদান দিয়েছিল।

(৪) বিরামহীন বয়কট

মানুষকে বয়কটের ধারাবাহিকতার কথা বলতে হবে, এ নিয়ে সর্বদা তাদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ, 'ভুলে যাওয়া' হলো মানুষের স্বভাব। অনেক সময় কারও মধ্যে চেতনার স্ফুরণ ঘটে; কিন্তু সময় গড়ালে তা স্থবির হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলে সচেতনতা ফিরে আসে। তাই, বিশেষত ফিলিস্তিন, ইরাকে উম্মাহর করুণ অবস্থা, তাদের সঙ্গে ইহুদি-আমেরিকা ও মিত্রগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতা, এগুলো বলে-বলে তাদের চেতনা জাগরুক রাখতে হবে।

(৫) বয়কটের নবপন্থা

এখানে মাত্র কয়েকটি প্রক্রিয়া দেখানো হলো। এ ছাড়াও নিশ্চয় আরও বহু পদ্ধতি-প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা সম্ভব। তবে এখানে সে-সব নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। আশা করি, বিচক্ষণ মুসলিম ভাইয়েরা অবিরাম নতুন-নতুন পদ্ধতি, কৌশল আবিষ্কার করতে থাকবেন। যেমন, ইন্টারনেটকে কাজে লাগানো, মোবাইল ম্যাসেজ, স্যাটেলাইট সম্প্রচার, এ ছাড়াও আরও নানা পদ্ধতি আবিষ্কার।

ডাক্তারদের প্রতি বিশেষ উপদেশ

(১)

মুসলিম দেশের অর্থনীতি দেশীয় কারখানা ও পণ্যের ওপর ভর করেই শক্তিশালী হতে পারে, আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ভর করে তা সম্ভব নয়। অতএব, আপনি যদি নিজের দেশকে শক্তিশালী রূপে দেখতে চান, তাহলে প্রথমে আপনাকে দেশীয় পণ্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশে বেশ কিছু ওষুধ কোম্পানি আছে। কিন্তু সেগুলো সকলের সমর্থন, সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। অতএব, আপনি যথাসম্ভব চেষ্টা করুন প্রেসক্রিপশনে দেশী ওষুধ লিখতে। পাশাপাশি, স্বদেশীয় এসব ওষুধ কোম্পানির ব্যাপারে একে-একে খবর নিন। এরপর যেটিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানসম্মত মনে হয়, রোগীদের সে কোম্পানির ওষুধ লিখে দিন।

তবে, কোনো রোগের ক্ষেত্রে যদি দেশীয় ওষুধ না পাওয়া যায়, তখন ইউরোপ বা এশিয়াভিত্তিক কোনো কোম্পানির ওষুধ দিতে পারেন। যেমন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মান, সুইডেন, কোরিয়া ও জাপানভিত্তিক অনেক কোম্পানির ওষুধ আছে বাজারে। গুণগত মানেও সেগুলো ভালো পর্যায়ের। দেশীয় ওষুধের বিকল্প হিসেবে এগুলো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রিয় ভাই, কোনোভাবেই আপনি আমেরিকা-ইংল্যান্ডের ওষুধ তুলবেন না প্রেসক্রিপশনে। অবশ্য বিকল্পহীনতা বা একান্ত প্রয়োজনের বিষয়টি ভিন্ন কথা...।

(২)

বয়কটের অন্তর্ভুক্ত আমেরিকা-ইংল্যান্ডের ওষুধ কী-কী, বিকল্প হিসেবে ইউরোপীয় দেশীয় ওষুধ কোনগুলো এবং দেশীয় ওষুধের অনুপস্থিতিতে ইউরোপীয়

কোন ওষুধগুলো ব্যবহার করা হবে, প্রত্যেকটির জন্য আলাদা-আলাদা তালিকা প্রস্তুত করুন। তালিকাগুলো বিভাগ-বিভাগ অনুযায়ী তৈরি করুন। যেমন আপনার বিভাগে যে-সমস্ত ওষুধ প্রয়োজন, সে-জন্য একটি তালিকা, এমনইভাবে ইন্টার্নিস্ট, চক্ষুবিশেষজ্ঞ, চর্মবিশেষজ্ঞ প্রত্যেকের জন্য আলাদা-আলাদা তালিকা তৈরি করে নিন।

এরপর সেগুলো আপনার বিভাগীয় বন্ধু, সহযোগী এবং কর্মীদের কাছে পেশ করুন। তাদের উৎসাহিত করুন বয়কট করতে, তাদের নিকট বারবার এর ফলাফল তুলে ধরুন। তালিকা দেখে তারা কোনো মন্তব্য করলে সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তাদের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিন। আশা করা যায়, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি চমৎকার তালিকা তৈরি হবে।

সবচেয়ে ভালো হয়, প্রত্যেক বিভাগে একটি করে বয়কট টিম থাকলে, যারা উক্ত কাজগুলো দক্ষতার সঙ্গে আঞ্জাম দেবে। এতে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিকতা পাবে এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

(৩)

আপনার রোগীকে নিজের অবস্থান খুলে বলুন, আপনি এখন থেকে তাকে দেশীয় বা ইউরোপের ওষুধ দেবেন। তাকে এটিও বুঝিয়ে বলুন যে সেগুলোও ভালো মানের। একান্ত বাধ্য না হলে আর আমেরিকা-ইংল্যান্ডের ওষুধে যাবেন না। কারণ, আপনি শত্রু দেশগুলোর পণ্য বয়কট করেছেন। এরপর সুযোগমতো বয়কট সম্পর্কে তার মতামত নিন। সেও বয়কট করবে কি না, তা জানতে চেষ্টা করুন। না করতে চাইলে তার কারণ জিজ্ঞাসা করুন। আলোচনাকালে তার কাছে ফিলিস্তিন, ইরাকসহ মুসলিম দেশগুলের করুণ চিত্র তুলে ধরুন। একটি বিষয় মনে রাখবেন, রোগাক্রান্ত অবস্থার এই দুর্বল সময়টাতে রোগী ডাক্তারের ওপর খুব ভরসা করে থাকে। এ সময় সে যেমন ডাক্তারের কাছে শারীরিক সমস্যার উপশম চায়, তেমনইভাবে তার থেকে মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের ব্যাপারেও সমাধান কামনা করে। অতএব, কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ হলেও তা কাজে লাগান।

(৪)

দেশি-বিদেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপচারিতার ক্ষেত্রে আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। যথা:

শত্রুপক্ষীয় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপচারিতা:

অনেক ডাক্তার একটা কাজ করেন, তারা নিজ ক্লিনিকে ঘোষণা টাঙিয়ে রাখেন যে তারা আমেরিকা-ইংল্যান্ডের ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। এটি বয়কটের অতি রূঢ় একটি পন্থা। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টজীবের উপাসকদের সঙ্গে বসতেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা, বাদানুবাদ সবই হতো। তাই আমি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৌশলের ব্যাপারে অবগত করতে চাই। যথা,

ক. প্রতিনিধিদলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে হাসিমুখে তাদের বরণ করুন। হ্যাঁ, চূড়ান্ত পর্যায়ের অভ্যর্থনাই প্রদর্শন করুন...

খ. পণ্যের গুণাগুণ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। গুণগান শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুনতেই থাকুন।

গ. তাদের বলুন, পণ্যের গুণগত মান এবং কার্যকারিতার ব্যাপারে আপনার কোনো দ্বিমত নেই।

ঘ. প্রথমে পণ্যের প্রতি আপনার চমৎকৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করুন। এরপর বলুন, আপনি আমেরিকা-ইংল্যান্ডের পণ্য বয়কটের দরুন রোগীদের কখনোই এসব ওষুধ দেবেন না। তাকে বলুন, যারা আমাদের রক্তপাত করছে, আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করছে, আমরা তো তাদের পণ্য ব্যবহার করতে পারি না! আপনি এ কথাও জানিয়ে দিন, আমেরিকান কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বিশাল অঙ্কের কর হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও যে-সমস্ত নাগরিক সেগুলোতে চাকরি করে, আপনি তাদের তিরস্কার করেন। কথাগুলো আপনি তাকে বেশ কোমলকণ্ঠে, দরদমাখা সুরে শোনান। কারণ, আগত [স্বদেশি] প্রতিনিধি ইতিমধ্যে ভালো রকমের পরীক্ষায় পড়েছে। কেননা, আমেরিকা-ইংল্যান্ডের কোম্পানিগুলো দেশীয় কোম্পানিসমূহের তুলনায় অনেক বেশি বেতন দেয়। কাজেই, আপনি যদি

তাকে সরাসরি পণ্য বয়কটের কথা শোনান, তাহলে সে চাকরি হারানোর অজুহাত দেখাতে শুরু করবে।

ঙ. বয়কটের উপকারিতাগুলোর কথা বলুন, তার মনের সন্দেহগুলো দূর করার চেষ্টা করুন।

চ. তাকে বিকল্প কোনো চাকরি দেখতে বলুন।

ছ. ওষুধ ছাড়া আমেরিকান অন্যান্য পণ্য বয়কটের প্রতিও তাকে আহ্বান করুন।

জ. তাকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন সততার সঙ্গে তার কোম্পানির কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেন—"অমুক ডাক্তার আপনাদের জানাচ্ছেন, তিনি আপনাদের পণ্য বয়কট করেছেন। ইসলাম এবং মুসলিমবিরোধী নীতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই বয়কট অব্যাহত রাখবেন।"

ঞ. অল্প সময়ের সাক্ষাতেই তিনি বয়কটের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে গেছেন বলে ভাববেন না। সুতরাং, তাকে ছোট এই পুস্তিকাটি সরবরাহ করতে পারেন। এরপর অনুরোধ করুন, তিনি যেন এটি মনোযোগ সহকারে পড়েন। অতঃপর যেন আপনার সাথে এ নিয়ে পর্যালোচনার জন্য সময় দেন।

ট. সর্বশেষ তাকে এ কথা শুনিয়ে দিন, অপারগ হলে অবশ্য আপনি রোগীকে আমেরিকান ওষুধ দেবেন। কারণ, রোগীর সুস্থতা আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বয়কটের কারণে তাদের কোনো ক্ষতি হোক, তা আপনি আদৌ চান না।

বিষয়টি এভাবে সম্পাদন করতে পারলে আপনার শক্তিশালী বার্তাটি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। কেননা, একদিকে লোকটি আমেরিকান কোম্পানির কাছে সব খুলে বলবে, অপরদিকে আমেরিকান পণ্যের মার্কেটিংয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা চলে আসবে। আরেকটি কাজ হবে, হতে পারে সে চাকরিই ছেড়ে দেবে! বস্তুত, এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলোর কর্মীশূন্যতা দেখা দেবে, যা নিশ্চয় কোম্পানির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এসব কথা চিন্তা করে অন্যান্যদের তুলনায় তার পেছনে বেশি সময় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিপরীতপক্ষে এ কথা তো স্পষ্ট, প্রতিনিধির সঙ্গে যদি আপনি দেখাই না করেন, তাহলে এত কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই...

দেশীয় কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপচারিতা:

তাদের বলুন, এখন থেকে আপনি কেবল তাদের ওষুধ লিখছেন। কারণ, আপনি আমেরিকান সর্বপ্রকার পণ্য বর্জন করেছেন। তাদের এ কথাও বলুন, তারা যেন স্বীয় কোম্পানিতে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে পণ্যের মান উন্নয়ের প্রতি নজর দেওয়ার এটিই মোক্ষম সময়। কারণ, উন্নতমানের পণ্য বাজারজাত করতে পারলে চারিদিকে তাদের চাহিদা সৃষ্টি হবে, প্রসার হবে!

এ ছাড়া, সেই প্রতিনিধির সঙ্গে ওষুধ ব্যতীত অন্যান্য পণ্য বয়কটের ক্ষেত্রে তার মতামত কী, সে ব্যাপারেও কথাবার্তা বলুন; তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করুন।

(৫)

আমেরিকা-ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ বাতিল করুন। বরং তা বাতিল করার পাশাপাশি আয়োজকদের কাছে চিঠি বা ইমেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিন, আপনি এ বছরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করছেন না। কারণ, আপনার দেশের ব্যাপারে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের গৃহীত নীতিসমূহে আপনার ঘোরতর আপত্তি আছে। এ ছাড়া, আপনি এমন কোনো দেশে যেতে চান না, যারা আপনার ভাইদের রক্ত ঝরায়। এ দু-দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন না-আনা পর্যন্ত আপনি আপনার এ নীতিতে অটল থাকবেন। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য দেশে এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হলে তাতে আপনি ঠিকই অংশগ্রহণ করবেন।

(৬)

যথাসম্ভব চেষ্টা করুন আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মেডিক্যাল ডিভাইস ক্রয় পরিহার করে বিকল্প ব্যবস্থা করে নিতে। বিশেষ করে, আপনি যদি কোনো হাসপাতাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বা কর্ণধারসম্পৃক্ত কেউ হন, সে ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণে। লক্ষণীয় বিষয়, কখনো-কখনো এসব মেডিকেল ডিভাইসের দাম লাখ-লাখ, এমনকি কয়েক মিলিয়ন

পাউন্ডও ছাড়িয়ে যায়। অতএব, এ পর্যায়ে থেকে বয়কটের একটি সিদ্ধান্তও একটি কোম্পানিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

(৭)

আপনার ক্লিনিকে বয়কট ও ইরাক-ফিলিস্তিনের করুণ বাস্তবতা সম্পর্কে লিখিত ছোট-ছোট কিছু পুস্তিকা রাখুন। এতে আপনি আপনার রোগীদের টেলিভিশন বা ম্যাগাজিনের অনর্থক বিষয়াদিতে মগ্ন হওয়া থেকে বিরত রেখে উপকারী কিছু বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ করে দিলেন। মনে রাখবেন, তারা আপনার ক্লিনিকে থাকাকালীন তাদের সময় কাটছে কীভাবে, সে ব্যাপারে কিন্তু আপনার কিছু কর্তব্য রয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলেই দ্বীনি কিছু বিষয়ে রোগীদের সঠিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাদের নেকি অর্জনে সহায়ক হতে পারেন। আবার শুধু আপনার কারণেই তাদের সময়গুলো কেটে যেতে পারে নিরর্থকভাবে, অবহেলায় অথবা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তোলা কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। অতএব, এ ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করুন। আর রোগীর কিছু দ্বীনি উপকার হওয়া মানে কিন্তু আপনারই উপকার।

আপনার কাছে আমার আরও পরামর্শ থাকবে, আপনি আমেরিকা-ইংল্যান্ডের পণ্যসমৃদ্ধ একটি তালিকা করে তার অনেকগুলো ফটোকপি করুন। তারপর সেটি রোগী ও রোগীর সঙ্গে আসা মানুষদের মাঝে বণ্টন করে তাদেরও বয়কট করতে উৎসাহিত করুন।

(৮)

প্রিয় ডাক্তার ভাই আমার, আল্লাহ আপনাকে সমাজের মধ্যে সম্মানের আসন দান করেছেন, আপনার মতামতের প্রতি মানুষের গুরুত্ব সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাহাত্ম্য অনুধাবনকারীদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আরোহণ করিয়েছেন। নিশ্চয় এগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার প্রতি নেয়ামত। আর আমাদের জন্য তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটি পথ হচ্ছে সেই নেয়ামতকে তাঁর পথেই ব্যয় করা। অতএব, সমাজের গুরুত্ব আকর্ষণ করতে পারার

নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ আপনার দায়িত্ব হবে, আপনি ভালো, কল্যাণকর যা-কিছু জানেন, তা মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করবেন।

লক্ষ করে দেখুন, আপনার পদচারণার প্রাঙ্গণ কত বিশাল। কতশত ডাক্তার, স্বাস্থ্যসংস্থা, স্বাস্থ্যকর্মী, ওষুধ-মেডিকেল ডিভাইস কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে আপনার ওঠাবসা হবে; আপনি অংশগ্রহণ করবেন অনেক সভা-সেমিনার, বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাধারণ-বিশেষ পরামর্শসভায়; আপনার বিচরণ থাকবে পরিবার-আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, মসজিদের মুসল্লি এবং অগণিত বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতর মাঝে; পত্রিকা-ম্যাগাজিনসমূহের সাথে থাকবে আপনার সম্পৃক্তি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি ছড়িয়ে আছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, দেশের ভেতর-বাহিরের কত মানুষের সাথে আপনার পরিচয়, কত মানুষ আপনাকে চেনে... নিশ্চয় এই ক্ষেত্রগুলোতে আপনার কথার মূল্যায়ন রয়েছে। প্রত্যেকদিন যদি যেকোনো একজনের সাথেও আপনি বয়কট নিয়ে একটু কথা বলেন, মোট হিসেবে কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনার মাধ্যমে অনেক সেবা হলো।

অতএব, ইতিবাচক হোন, নিজ অঙ্গনগুলোতে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন; অন্য কেউ এসে আপনাকে জাগিয়ে তোলার অপেক্ষায় বসে থাকবেন না!

প্রিয় ডাক্তার ভাই, আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হয়ে থাকেন, তাহলে দ্বীনের সেবায় এগিয়ে আসতে একদল উৎসাহী ছাত্র কিন্তু আপনার হাতের কাছেই বিরাজমান; কিন্তু তারা জানে না দ্বীনি সেবায় কী হতে পারে তাদের পদক্ষেপ। আর এটি তো নিশ্চিত যে তাদের মাঝে আপনার প্রভাব অনেক। বস্তুত, ছাত্ররা শিক্ষকের কথার ওপর অত্যন্ত নির্ভর করে, বিশেষ করে তারা যদি তাদের কর্তব্যের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে। অতএব, এই ক্ষেত্রটিতেও আপনি নিবিড় চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় এখান থেকেও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ!

(৯)

প্রিয় ডাক্তার ভাই, পেশাগত পরিচয়ের চেয়েও আপনার বড় পরিচয় হচ্ছে আপনি একজন নাগরিক, সমাজেই আপনার বসবাস। অতএব, মেডিসিনজাতীয় পণ্য বয়কটের পাশাপাশি আমেরিকা-ইংল্যান্ডের যাবতীয় পণ্য বয়কট করাই আপনার কর্তব্য। খাদ্য, পানীয় এবং পরিধানের ক্ষেত্রেও আপনি পূর্বোক্ত নীতির অনুসরণ করুন, আমেরিকান ফিলিং স্টেশন থেকে পেট্রোল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকুন, এ দেশের ব্যাংকসমূহ পরিহার করুন, আমেরিকা-ইংল্যান্ডের বৈদ্যুতিক পণ্য ক্রয় ত্যাগ করুন। জেনে রাখা উচিত, চিকিৎসকদের হাতে পুঁজিবাজারের বিশাল একটা অংশ জিম্মি। তাই একযোগে আপনারা সবাই এগিয়ে আসলে দারুণ প্রভাব ফেলা সম্ভব হবে আশা করি।

(১০)

প্রিয় ডাক্তার ভাই, দশম উপদেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ!

চর্চা, গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পর্যায়ে উন্নীত হতে চেষ্টা করুন। যে-সব ক্ষেত্রে পশ্চিমারা আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে, প্রথমত আমাদের গভীর পর্যবেক্ষণপূর্বক জাতীয়ভাবে সেগুলোতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে, দ্বিতীয়ত প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করতে হবে। এভাবেই মূলত আমাদের বিশাল অপূর্ণতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

বিপরীতে, এটা কখনো যুক্তিযুক্ত হতে পারে না, বিকল্পব্যবস্থা আবিষ্কারের পন্থা গ্রহণ না করে এবং সর্বক্ষেত্রে আমাদের পেশাদারিত্বকে নিপুণতার মাত্রায় না নিয়ে গিয়ে কেবল বয়কট চালিয়ে যাওয়া। তাই প্রত্যেকজন ডাক্তারের উচিত, ইখলাসের সাথে নিজ-নিজ কর্ম চালিয়ে যাওয়া এবং নিজের গবেষণাকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করা। এ ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য হচ্ছে, জাতির ভার বহনের মতো যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্তে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো উপকারী গবেষণাসমূহ সম্পাদনের স্বার্থে অক্লান্তভাবে, অধ্যবসায়ের সাথে আপন কর্মে নিবিষ্ট হওয়া। তাহলে জ্ঞান অর্জনের তাগিদে পরবর্তী প্রজন্মের আর আমেরিকায় পাড়ি জমাতে হবে না।

বস্তুত, আমরা যদি এ ক্ষেত্রে সফলতায় উত্তীর্ণ হতে পারি, তবে উম্মাহর জন্য নতুন এক যাত্রার সূচনা হবে ইনশাআল্লাহ!

শেষ কিছু কথা

আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী বয়কটকারী ভাই আমার, আমাদের কিছু কথা বিস্মৃত হওয়া যাবে না, যথা:

—স্বাভাবিক বিষয় যে বয়কট করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের অত্যধিক কষ্ট ভোগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, দুনিয়া আসলে মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।

—আমরা যদি এ জন্য কোনোরূপ যাতনা অনুভব করি, তবে তা আমাদের জন্য প্রতিদান বয়ে আনবে। অন্যদিকে, কাফেররা যদি কোনোরূপ দুর্ভোগে পড়ে, তখন তাদের জন্য কোনো কল্যাণের আশা নেই, তারা কেবল বোঝা বয়েই বেড়াবে। যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾

"যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকো, তবে তারাও তোমাদের মতোই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো কিন্তু তোমরা আল্লাহর নিকট আশা করো, যা তারা করে না।" সুরা নিসা: ১০৪

—ফিলিস্তিন, ইরাক এবং আফগানিস্তানের ভাইদের কথা একবার চিন্তা করুন। আমরা স্বেচ্ছায় যা বয়কট করছি, তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

—আমাদের পূর্বপুরুষের কথা ভেবে দেখুন, এ যুগে ব্যবহৃত কতশত জিনিস ছাড়াই তারা জীবন পার করে দিয়েছেন... মূলত, সমাজের কতিপয় মানুষই আমাদের মধ্যে এ ধারণা প্রবিষ্ট করে দিয়েছে যে এসব ছাড়া বাঁচা অসম্ভব—বস্তুত, এ কথা নিরেট ভুল।

—একবার ভাবুন, শত্রুরা একহাতে আমাদের ভাইদের হত্যা করছে, আবার অন্যহাতে আমাদের নিকট তাদের পণ্য বিক্রি করছে! কী করে সে পণ্য উঠতে পারে আমার হাতে?!

—হাশরের সময় বিচারের সেই কঠিন মুহূর্তের কথা একবার স্মরণ করুন, আপনার বয়কট আপনার জন্য প্রতিদান হয়ে উপস্থিত রয়েছে, তা বৃথা যায়নি!

—ভেবে দেখুন, দুনিয়ার সামান্য ভোগ থেকে বিরত থাকার বদৌলতে আপনি পেলেন অফুরন্ত ভান্ডারের জান্নাত।

—আল্লাহর কথা চিন্তা করুন, যিনি আমাদের সর্বদা দেখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, আমাদের আনুগত্যে যিনি খুশি হন, পদক্ষেপসমূহে দৃঢ়তা দান করেন। আরও চিন্তা করুন, তিনি ধৈর্য ধারণকারী, মুজাহিদ এবং মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। অতএব, আপনি তাদের একজন হতে চেষ্টা করুন।

﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾

"আমি যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে অর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" সুরা মুমিন: ৪৪

* * *

প্রিয় পাঠক,

ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, আরাকানে মুসলিমদের সাথে যা ঘটেছে এবং ঘটছে, তা কি আপনার ঠিক মনে হয়?

যদি উত্তর হয় 'না'

তাহলে এই বইটি আপনার জন্য।